বিয়ানীবাজার উপজেলা পরিষদ
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
২০১৯-২০২৩

উপজেলা পরিষদ
বিয়ানীবাজার, সিলেট

বাণী

উপজেলা পরিষদ কর্তৃক 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১' প্রকাশ করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে সাধারণ জনগণ গত একটি অর্থ বছরে কী কী কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে তা বিস্তারিতভাবে জানতে পারবে। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, স্বাধীনতার মহানায়ক, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের মুক্তির সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। তিনি স্বপ্ন দেখিয়েছেন স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার। বাংলাদেশ একদিন ক্ষুধা দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে পৃথিবীর বুকে মাথা উচু করে দাঁড়াবে।

২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ 'দিন বদলের সনদ' এর মাধ্যমে জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে সাধারণ মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে কার্যক্রম শুরু করে। ২০১৪ সালে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এর ধারণা প্রবর্তনের মাধ্যমে জনগণের দোড়গোড়ায় সকল সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে সরকার। ডিজিটাল বাংলাদেশ এর সুফল ভোগ করছে সারা দেশের জনগণ। সরকার ২০১৫ সালের মধ্যে 'মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল' (এমডিজি) অর্জন করে বিশ্ববাসীকে অবাক করে দেয়। সেইসাথে বাংলাদেশ হয়ে উঠে অবিশ্বাস্য রকমের আত্মবিশ্বাসী। ২০১৫ সালেই বাংলাদেশ নিম্ন আয়ের দেশ হতে নিম্ন মধ্য আয়ের দেশের শ্রেণীভুক্ত হয়েছে এবং দশকব্যাপী ৭ শতাংশ হারে গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে।

এরপর সরকার প্রণয়ন করে 'রূপকল্প ২০২১' যার মূল লক্ষ্য ছিল দেশকে উচ্চ প্রবৃদ্ধির উন্নয়নের ধারায় ফিরিয়ে আনা, দারিদ্র্য মোকাবেলা, জনগণের জীবনমান উন্নয়নসহ বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে আসীন করা। এ লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে সরকারের দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে বাংলাদেশ নির্ধারিত সময়ের আগেই স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) এর কাতার থেকে বেরিয়ে আসার সকল মানদন্ড পূরণ করেছে।

সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট্য (এসডিজি) লক্ষ্যমাত্রা পূরণে বদ্ধ পরিকর। এসডিজি'র ১৭ টি লক্ষ্য পূরণে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। সে লক্ষ্যে প্রতিটি উপজেলা সরকারের প্রতিটি কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সরকার ২০৩০ সালে এসডিজি বাস্তবায়ন করে ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্যের অবসান এবং উচ্চ মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

বর্তমানে সরকার 'রূপকল্প ২০৪১' এর ধারণা প্রবর্তন করেছে। এর মাধ্যমে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০৪১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের অবলুপ্তিসহ উচ্চ আয়ের দেশের মর্যাদায় আসীনের নিমিত্ত সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন উচ্চ মধ্যম, উচ্চ আয়ের দেশের অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিয়ে প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নাগরিক সুবিধা পৌঁছে দিয়ে প্রতিটি গ্রামকেই শহরে রূপান্তর করা হবে।

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ যে সাফল্য দেখিয়েছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল ও দূরদর্শী নেতৃত্বই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন লালিত দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণে এগিয়ে যাবার জন্য দেশ আজ সম্পূর্ণ প্রস্তুত। রূপকল্প ২০২১ এর অভিজ্ঞতায় বাংলাদেশের উন্নয়ন সাফল্য প্রমাণ করেছে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, শক্তিশালী পরিকল্পনা কৌশল এবং নিবেদিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নেয়া যায়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অব্যাহত, বলিষ্ঠ ও অবিচল নীতি, নেতৃত্বে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে পরিকল্পিত উন্নয়নের পথে বাংলাদেশের অদম্য অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে।

'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১' এর প্রকাশনার সাথে যারা জড়িত ছিলেন তাদেরক অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

নূরুল ইসলাম নাহিদ, এম.পি
মাননীয় সংসদ সদস্য

বাণী

উপজেলা পরিষদ, বিয়ানীবাজার কর্তৃক 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১' প্রকাশ করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত এবং উক্ত প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে যারা সম্পৃক্ত ছিলেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। একটি প্রতিবেদন সম্পাদিত কার্যক্রমের দর্পণস্বরূপ। এর মাধ্যমে জনগণ গত বছরে কী কী কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে তা বিস্তারিতভাবে জানার সুযোগ তৈরি হয়েছে। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, স্বাধীনতার মহানায়ক, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের মুক্তির সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। তিনি স্বপ্ন দেখিয়েছেন স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার। সে প্রত্যয় নিয়ে দুর্বার গতিতে বাংলাদেশ প্রতিটি সেক্টরে এগিয়ে যাচ্ছে। উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ স্বীকৃতি পেয়েছে।

২০১৪ সালে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এর ধারণা প্রবর্তনের মাধ্যমে জনগণের দোড়গোড়ায় সকল সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে সরকার। সরকার ২০১৫ সালের মধ্যে 'মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল' (এমডিজি) অর্জন করে বিশ্ববাসীকে অবাক করে দেয়। সেইসাথে বাংলাদেশ হয়ে উঠে অবিশ্বাস্য রকমের আত্মবিশ্বাসী। ২০১৫ সালেই বাংলাদেশ নিম্ন আয়ের দেশ হতে নিম্ন মধ্য আয়ের দেশের শ্রেণীভুক্ত হয়েছে এবং দশকব্যাপী ৭ শতাংশ হারে গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ এর সুফল ভোগ করছে সারা দেশের জনগণ।

বর্তমানে সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট্য (এসডিজি) লক্ষ্যমাত্রা পূরণে বদ্ধ পরিকর। সে লক্ষ্যে প্রতিটি উপজেলা সরকারের প্রতিটি কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সরকার ২০৩০ সালে এসডিজি বাস্তবায়ন করে ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্যের অবসান এবং উচ্চ মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ যে সাফল্য দেখিয়েছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল ও দূরদর্শী নেতৃত্বই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন লালিত দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণে এগিয়ে যাবার জন্য দেশ আজ সম্পূর্ণ প্রস্তুত। রূপকল্প ২০২১ এর অভিজ্ঞতায় বাংলাদেশের উন্নয়ন সাফল্য প্রমাণ করেছে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, শক্তিশালী পরিকল্পনা কৌশল এবং নিবেদিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নেয়া যায়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অব্যাহত, বলিষ্ঠ ও অবিচল নীতি, নেতৃত্বে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে পরিকল্পিত উন্নয়নের পথে বাংলাদেশের অদম্য অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে।

বর্তমানে সরকার 'রূপকল্প ২০৪১' এর ধারণা প্রবর্তন করেছে। এর মাধ্যমে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০৪১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের অবলুপ্তিসহ উচ্চ আয়ের দেশের মর্যাদায় আসীনের নিমিত্ত সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন উচ্চ মধ্যম, উচ্চ আয়ের দেশের অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিয়ে প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নাগরিক সুবিধা পৌঁছে দিয়ে প্রতিটি গ্রামকেই শহরে রূপান্তর করা হবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আবুল কাশেম পল্লব
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ, বিয়ানীবাজার, সিলেট

বাণী

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর বলিষ্ঠ, দুরদর্শী ও অপ্রতিরোধ্য নেতৃত্বে ঐতিহাসিক মুক্তিযোদ্ধের মাধ্যমে বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ নামক একটি দেশের জন্ম হয়। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় নিয়ে অদম্য ও অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। বিশ্ব দরবারে এক সময়ে 'তলাবিহীন ঝুড়ি' খেতাব প্রাপ্ত বাংলাদেশ আজ 'উন্নয়নের রোল মডেল' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' কথাটি প্রথম ব্যবহৃত হয় ২০০৮ সালে। ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উল্লেখ করেন যে, ২০২১ সালে স্বাধীনতার ৫০ বছরে বাংলাদেশ 'ডিজিটাল বাংলাদেশে' পরিণত হবে। এই পরিকল্পনাটির মূল লক্ষ্য ছিল, একটি উন্নত দেশ, সমৃদ্ধ ডিজিটাল সমাজ, ডিজিটাল যুগের জনগোষ্ঠী, রূপান্তরিত উৎপাদন ব্যবস্থা, নতুন জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি - সর্বোপরি একটি জ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক দেশ গঠন করা।

এরপর সরকার প্রণয়ন করে 'রূপকল্প ২০২১' যার মূল লক্ষ্য ছিল দেশকে উচ্চ প্রবৃদ্ধির উন্নয়নের ধারায় ফিরিয়ে আনা, দারিদ্র্য মোকাবেলা, জনগণের জীবনমান উন্নয়নসহ বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে আসীন করা। এ লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে সরকারের দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে বাংলাদেশ নির্ধারিত সময়ের আগেই স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) এর কাতার থেকে বেরিয়ে আসার সকল মানদন্ড পূরণ করেছে।

রূপকল্প ২০৪১ বা বাংলাদেশ ভিশন ২০৪১ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রদত্ত এবং জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থানকে আরও দৃঢ় করে গড়ে তোলার জাতীয় কৌশলগত পরিকল্পনা। ২০২২ থেকে ২০৪৪ সাল-এই বাইশ বছরের কৌশলগত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অংশ হিসাবে বাংলাদেশের লক্ষ্য শিল্পায়নের মাধ্যমে উচ্চ আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন।

রূপকল্প ২০৪১ মূলত এক সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ অর্জনে সরকারের উন্নয়ন রূপকল্প, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহের একটি কৌশলগত বিবৃতি এবং তা বাস্তবায়নের একটি সুচিন্তিত পথ-নকশা'। এই 'পথ-নকশা'র পথ ধরেই ২০৪১ সালে অর্জিত হবে জাতির পিতার 'স্বপ্নের সোনার বাংলা'। রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন লালিত দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণে এগিয়ে যাবার জন্য দেশ আজ সম্পূর্ণ প্রস্তুত। রূপকল্প ২০২১ এর অভিজ্ঞতায় বাংলাদেশের উন্নয়ন সাফল্য প্রমাণ করেছে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, শক্তিশালী পরিকল্পনা কৌশল এবং নিবেদিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নেয়া যায়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অব্যাহত, বলিষ্ঠ ও অবিচল নীতি, নেতৃত্বে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে পরিকল্পিত উন্নয়নের পথে বাংলাদেশের অদম্য অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে।

'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১' এর প্রণয়ন, প্রকাশনা ও অন্যান্য সকল কাজের সাথে যারা জড়িত ছিলেন: মেধা, বুদ্ধি, পরিশ্রম, পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মোঃ আশিক নূর
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বিয়ানীবাজার, সিলেট

বাণী

উপজেলা পরিষদ কর্তৃক 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১' প্রকাশ করা হতে যাচ্ছে জানতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে বিয়ানীবাজারের সাধারণ মানুষ বিগত অর্থ বছরে যেসব কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে তা বিস্তারিতভাবে জানতে পারবে। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহানায়ক, বাংলার রাখাল রাজা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের মুক্তির সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। তাঁর স্বপ্নকে বুকে লালন করে আগামী দিনের সোনার বাংলা গড়তে আমরা সচেষ্ট হবো এই প্রত্যাশা করি।
২০০৮ সালে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ 'দিন বদলের সনদ' এর মাধ্যমে জনগণের রায় নিয়ে সাধারণ মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে নিরলসভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ এর সুফল ভোগ করছে সারা দেশের জনগণ। সরকার ২০১৫ সালের মধ্যে 'মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল' (এমডিজি) অর্জন করে বিশ্ববাসীকে অবাক করে দেয়।

সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট্য (এসডিজি) লক্ষ্যমাত্রা পূরণে বদ্ধ পরিকর। এসডিজি'র ১৭ টি লক্ষ্য পূরণে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। সে লক্ষ্যে প্রতিটি উপজেলা সরকারের প্রতিটি কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সরকার ২০৩০ সালে এসডিজি বাস্তবায়ন করে ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্যের অবসান এবং উচ্চ মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এ সমস্ত লক্ষ্য অর্জনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে বিয়ানীবাজার পৌরসভায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ চলমান রয়েছে।

'রূপকল্প ২০৪১' বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে দারিদ্র্যের অবলুপ্তিসহ উচ্চ আয়ের দেশের মর্যাদায় বাংলাদেশকে আসীনের জন্য সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। বিশ্বের বিভিন্ন উচ্চ মধ্যম, উচ্চ আয়ের দেশের অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিয়ে বিয়ানীবাজার পৌরসভার প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে নাগরিক সুবিধা পৌছে দিয়ে প্রতিটি ওয়ার্ডকেই শহরে রূপান্তর করার প্রয়াস রয়েছে।

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ যে সাফল্য দেখিয়েছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল ও দূরদর্শী নেতৃত্বই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন লালিত দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণে এগিয়ে যাবার জন্য দেশ আজ সম্পূর্ণ প্রস্তুত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অব্যাহত, বলিষ্ঠ ও অবিচল নীতি, নেতৃত্বে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে পরিকল্পিত উন্নয়নের পথে বাংলাদেশের অদম্য অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে।

'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১' এর প্রকাশনার সাথে যারা জড়িত ছিলেন তাদেরকে বিয়ানীবাজার পৌরসভা প্রশাসনের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আব্দুস শুক্কুর
মেয়র
বিয়ানীবাজার পৌরসভা, সিলেট

প্রথম অধ্যায়

বিয়ানীবাজার উপজেলার পটভূমি:

বিয়ানীবাজার বাংলাদেশের সিলেট জেলার অন্তর্গত একটি প্রবাসী অধ্যুষিত উপজেলা। এ কারণে এটি সিলেট তথা বাংলাদেশের মধ্যে সম্রান্ত ও ধনী উপজেলা হিসেবে পরিচিত। এই উপজেলার কয়েক লক্ষাধিক মানুষ যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাস করে দেশের রেমিট্যান্স খাতে অবদান রাখছে। এ উপজেলার পূর্বে জকিগঞ্জ উপজেলা ও ভারত, দক্ষিণে মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলা, পশ্চিমে গোলাপগঞ্জ উপজেলা, উত্তরে কানাইঘাট উপজেলা।

নামকরণ:

বিয়ানীবাজারের পূর্ব নাম ছিল পঞ্চখন্ড। তৎকালীন সময়ে পঞ্চখন্ড গহীন জঙ্গল ও টিলাবেষ্টিত ভূমি ছিল। সিলেটের প্রথম রায় বাহাদুর হরেকৃষ্ণ রায় চৌধুরীর পুত্র কৃষ্ণ কিশোর পাল চৌধুরী এখানে একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু হিংস্র জীবজন্তুদের ভয়ে লোকজন সকালবেলা (স্থানীয় ভাষায়: বিহানে) বাজার শেষ করে নিজ নিজ আশ্রয়ে ফিরতেন। বিহানবেলা এই হাট বসতো তাই এর নাম হলো বিহানীবাজার যা কালের আবর্তনে বিয়ানীবাজার নাম ধারণ করেছে।

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস:

১৭৬৫ সালে মোঘল অধিকৃত সিলেট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৭৮২ সালের ৩ জানুয়ারি সিলেট ঢাকা প্রশাসন হতে স্বতন্ত্র হয়ে পড়ায় সিলেটকে ১০টি রাজস্ব জেলায় বিভক্তির সুপারিশ করা হয়। বিয়ানীবাজার লাতু রাজস্ব জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৭৪ সালে ১২ সেপ্টেম্বর সিলেটকে আসামের সাথে সংযুক্ত করা হয়। আসাম ভুক্তির পর ১৮৭৮ সালে করিমগঞ্জ মহকুমা সৃষ্টি করা হলে বিয়ানীবাজার করিমগজ্ঞ মহকুমার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৭৯৩ সালের ২২ মে লর্ড কর্নওয়ালিসের সময় থানা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হলে জলঢুপ (বর্তমানে থানা বাজার নামে পরিচিত) থানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হলে বিভক্ত ভারতের কোন অংশে সিলেট যোগদান করবে তা নির্ধারণের জন্য গণভোট হয়। ৬ ও ৭ জুলাই দু'দিনের গণভোটে সিলেটবাসী পাকিস্তানের পক্ষে রায় দেয়। কিন্তু গণরায়কে উপেক্ষা করে রেড ক্লিফের রোয়েদাদ করিমগঞ্জ মহকুমার মুসলিম প্রধান তিনটি থানা (পাথার কান্দি, রাতাবাড়ি বদরপুর ও করিমগঞ্জের অধিকাংশ অঞ্চল) পাকিস্তানের হাত ছাড়া হয়ে ভারতে থেকে যায়। এদিকে পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বে সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার ও মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা থানাকে নিয়ে 'জলঢুপ' নামে একটি থানা গঠিত হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে ১৯৪০ সালের ২৮ মে সরকারি নোটিফিকেশন এর মাধ্যমে 'জলঢুপ' থানাকে ভেঙে বিয়ানীবাজার ও বড়লেখা নামে দু'টি থানা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সেখান থেকেই এই 'বিয়ানীবাজার' স্বতন্ত্র থানা হিসাবে পরিচিত হয়। পরে ১৯৮৩ সালের ১ আগস্ট তৎকালীন স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রী জেনারেল শামসুল হক আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ানীবাজারকে উপজেলায় উন্নীত করেন।

প্রশাসনিক এলাকা:

বিয়ানীবাজার উপজেলায় বর্তমানে ১টি পৌরসভা ও ১০টি ইউনিয়ন রয়েছে। এগুলো হলো ১নং আলীনগর ইউনিয়ন পরিষদ, ২ নং চারখাই ইউনিয়ন পরিষদ, ৩নং দুবাগ ইউনিয়ন পরিষদ, ৪নং শেওলা ইউনিয়ন পরিষদ, ৫নং কুগারবাজার ইউনিয়ন পরিষদ, ৬নং বিয়ানীবাজার ইউনিয়ন পরিষদ (বিয়ানীবাজার পৌরসভা প্রতিষ্ঠার ফলে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম বিলুপ্ত), ৭ নং মাথিউরা ইউনিয়ন পরিষদ, ৮নং তিলপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ, ৯নং মোল্লাপুর ইউনিয়ন পরিষদ, ১০নং মুড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ, ১১নং লাউতা ইউনিয়ন পরিষদ। এ উপজেলায় মোট ১৪৪টি মৌজা রয়েছে। ভারতের সাথে ১২.০১ কিমি দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে। মোট বনাঞ্চল ১৫.৫৪ বর্গ কিমি এবং ছোট-বড় টিলা ১৭০টি।

প্রথম অধ্যায়

বিয়ানীবাজার উপজেলার পটভূমি:

বিয়ানীবাজার বাংলাদেশের সিলেট জেলার অন্তর্গত একটি প্রবাসী অধ্যুষিত উপজেলা। এ কারণে এটি সিলেট তথা বাংলাদেশের মধ্যে সম্ভ্রান্ত ও ধনী উপজেলা হিসেবে পরিচিত। এই উপজেলার কয়েক লক্ষাধিক মানুষ যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাস করে দেশের রেমিট্যান্স খাতে অবদান রাখছে। এ উপজেলার পূর্বে জকিগঞ্জ উপজেলা ও ভারত, দক্ষিণে মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলা, পশ্চিমে গোলাপগঞ্জ উপজেলা, উত্তরে কানাইঘাট উপজেলা।

নামকরণ:

বিয়ানীবাজারের পূর্ব নাম ছিল পঞ্চখন্ড। তৎকালীন সময়ে পঞ্চখন্ড গহীন জঙ্গল ও টিলাবেষ্টিত ভূমি ছিল। সিলেটের প্রথম রায় বাহাদুর হরেকৃষ্ণ রায় চৌধুরীর পুত্র কৃষ্ণ কিশোর পাল চৌধুরী এখানে একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু হিংস্র জীবজন্তুদের ভয়ে লোকজন সকালবেলা (স্থানীয় ভাষায়: বিহানে) বাজার শেষ করে নিজ নিজ আশ্রয়ে ফিরতেন। বিহানবেলা এই হাট বসতো তাই এর নাম হলো বিহানীবাজার যা কালের আবর্তনে বিয়ানীবাজার নাম ধারণ করেছে।

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস:

১৭৬৫ সালে মোঘল অধিকৃত সিলেট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৭৮২ সালের ৩ জানুয়ারি সিলেট ঢাকা প্রশাসন হতে স্বতন্ত্র হয়ে পড়ায় সিলেটকে ১০টি রাজস্ব জেলায় বিভক্তির সুপারিশ করা হয়। বিয়ানীবাজার লাতু রাজস্ব জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৭৪ সালে ১২ সেপ্টেম্বর সিলেটকে আসামের সাথে সংযুক্ত করা হয়। আসাম ভুক্তির পর ১৮৭৮ সালে করিমগঞ্জ মহকুমা সৃষ্টি করা হলে বিয়ানীবাজার করিমগঞ্জ মহকুমার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৭৯৩ সালের ২২ মে লর্ড কর্নওয়ালিসের সময় থানা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হলে জলঢুপ (বর্তমানে থানা বাজার নামে পরিচিত) থানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হলে বিভক্ত ভারতের কোন অংশে সিলেট যোগদান করবে তা নির্ধারণের জন্য গণভোট হয়। ৬ ও ৭ জুলাই দু'দিনের গণভোটে সিলেটবাসী পাকিস্তানের পক্ষে রায় দেয়। কিন্তু গণরায়কে উপেক্ষা করে রেড ক্লিফের রোয়েদাদ করিমগঞ্জ মহকুমার মুসলিম প্রধান তিনটি থানা (পাথার কান্দি, রাতাবাড়ি বদরপুর ও করিমগঞ্জের অধিকাংশ অঞ্চল) পাকিস্তানের হাত ছাড়া হয়ে ভারতে থেকে যায়। এদিকে পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বে সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার ও মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা থানাকে নিয়ে 'জলঢুপ' নামে একটি থানা গঠিত হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে ১৯৪০ সালের ২৮ মে সরকারি নোটিফিকেশন এর মাধ্যমে 'জলঢুপ' থানাকে ভেঙে বিয়ানীবাজার ও বড়লেখা নামে দু'টি থানা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সেখান থেকেই এই 'বিয়ানীবাজার' স্বতন্ত্র থানা হিসাবে পরিচিত হয়। পরে ১৯৮৩ সালের ১ আগস্ট তৎকালীন স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রী জেনারেল শামসুল হক আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ানীবাজারকে উপজেলায় উন্নীত করেন।

প্রশাসনিক এলাকা:

বিয়ানীবাজার উপজেলায় বর্তমানে ১টি পৌরসভা ও ১০টি ইউনিয়ন রয়েছে। এগুলো হলো ১নং আলীনগর ইউনিয়ন পরিষদ, ২ নং চারখাই ইউনিয়ন পরিষদ, ৩নং দুবাগ ইউনিয়ন পরিষদ, ৪নং শেওলা ইউনিয়ন পরিষদ, ৫নং কুশারবাজার ইউনিয়ন পরিষদ, ৬নং বিয়ানীবাজার ইউনিয়ন পরিষদ (বিয়ানীবাজার পৌরসভা প্রতিষ্ঠার ফলে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম বিলুপ্ত), ৭ নং মাথিউরা ইউনিয়ন পরিষদ, ৮নং তিলপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ, ৯নং মোল্লাপুর ইউনিয়ন পরিষদ, ১০নং মুড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ, ১১নং লাউতা ইউনিয়ন পরিষদ। এ উপজেলায় মোট ১৪৪টি মৌজা রয়েছে। ভারতের সাথে ১২.০১ কিমি দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে। মোট বনাঞ্চল ১৫.৫৪ বর্গ কিমি এবং ছোট-বড় টিলা ১৭০টি।

মানচিত্রে বিয়ানীবাজার উপজেলা:

এক নজরে বিয়ানীবাজার উপজেলা

১। সাধারণ তথ্যাদি:

উপজেলার নাম	:	বিয়ানীবাজার
উপজেলার সীমানা	:	উত্তরে কানাইঘাট উপজেলা, পূর্বে জকিগঞ্জ উপজেলা ও ভারতের করিমগঞ্জ, দক্ষিণে বড়লেখা উপজেলা এবং পশ্চিমে গোলাপগঞ্জ উপজেলা।
উপজেলায় উন্নীত হওয়ার তারিখ	:	১ আগস্ট ১৯৮৩ খ্রি.
জেলা সদর হতে দূরত্ব	:	৫১ কিলোমিটার
পৌরসভা	:	১টি (ক-শ্রেণী)
ইউনিয়নের সংখ্যা	:	১০টি
মৌজার সংখ্যা	:	১৪৪টি
গ্রামের সংখ্যা	:	১৮৫টি
গুচ্ছগ্রামের সংখ্যা	:	২টি (শেওলা আদর্শগ্রাম, প্রমথপল্লী গুচ্ছগ্রাম)
গুচ্ছগ্রামে পুনর্বাসিত পরিবারের সংখ্যা	:	৩৭+২০=৫৭টি
আবাসন প্রকল্প	:	১টি (পাড়িয়াবহর আবাসন প্রকল্প, লাউতা)
আবাসন প্রকল্পে পুনর্বাসিত পরিবারের সংখ্যা	:	৩০টি

২। ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্যাদি:

মোট আয়তন	:	২৫১.২২ বর্গ কিলোমিটার
মোট জমির পরিমাণ	:	৬২১২০ একর
আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ	:	৩৪৮৩৯ একর
অনাবাদি জমির পরিমাণ	:	৩৩০০ একর
নীট ফসলাধীন জমির পরিমাণ	:	৩৪৮৩৯ একর
অকৃষি জমির পরিমাণ	:	৪৯১৮.৭২ একর
খাস জমির পরিমাণ (কৃষি ও অকৃষি)	:	৫৩৫৬.৭৮ একর
ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণকৃত খাস জমির পরিমাণ	:	৩৭৪.৯৩ একর
বিতরণযোগ্য কৃষি খাস জমির পরিমাণ	:	৬৩.১৩ একর
খাস জমির আওতায় উপকৃত পরিবারের সংখ্যা	:	৫২৮ টি
ইউনিয়ন ভূমি অফিস	:	৫টি
সাব-রেজিস্ট্রার অফিস	:	১টি

৩। জনসংখ্যা সংক্রান্ত তথ্যাদি:

মোট জনসংখ্যা	:	২,৫৮,৩২১ জন
পুরুষ	:	১,২৬,২৩৮ জন
মহিলা	:	১,৩২,০৮৩ জন
জন্মহার	:	২০.০৫% (প্রতি হাজারে)
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	:	১.৩৭% (প্রতি হাজারে)
ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যা	:	
মুসলমান	:	২,৪৮,৯৮৮ জন
হিন্দু	:	৯,১৪৭ জন
অন্যান্য	:	১৮৬ জন
জনসংখ্যার ঘনত্ব	:	১০২০ জন/ কিলোমিটার
মোট পরিবারের সংখ্যা	:	৪৩,৪৪৬টি
পরিবার প্রতি গড় লোকসংখ্যা	:	৫.৯৫ জন
মোট ভোট কেন্দ্র	:	ইউপি ৯৩টি, উপজেলা ৮৯টি, জাতীয় সংসদ ৮৯টি, পৌরসভা ১০টি।
মোট ভোটার সংখ্যা	:	১,৮৯,৮৮০ জন
মোট ভোটার (পুরুষ)	:	৯৪,০৮০ জন
মোট ভোটার (মহিলা)	:	৯৫,৮০০ জন

৪। শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাদি:

শিক্ষার হারঃ পুরুষ ৬১.৬%, মহিলাঃ ৫৭.৯%

আইসিটি লার্নিং সেন্টারঃ ৪টি

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা:

ইউনিয়ন	প্রাথমিক	নিম্ন মাধ্যমিক	মাধ্যমিক	স্কুল এন্ড কলেজ	কলেজ	বিশ্ববিদ্যালয়	ইবতেদায়ী	দাখিল	কওমি	কিন্ডার গার্টেন	মোট
আলীনগর	১৩	০	১	০	০	০	০	০	৯	৪	২৭
শেওলা	১৪	২	৩	০	০	০	০	০	৮	৫	৩২
কুড়ারবাজার	১৫	১	৫	০	৩	০	০	২	৮	২	৩৬
মাথিউড়া	১৩	০	৪	০	০	০	১	৩	২	২	২৫
দুবাগ	১৬	১	৩	১	০	০	০	১	৪	৩	২৯
লাউতা	১২	০	৩	০	০	০	১	০	৫	৩	২৪
মুড়িয়া	১৬	০	৩	০	০	০	০	২	৬	৫	৩২
মোল্লাপুর	৬	০	২	০	০	০	০	০	৪	৫	১৭
তিলপাড়া	১৪	১	১	১	০	০	১	১	২	১	২২
চারখাই	২০	০	৫	০	০	০	২	৪	৬	৬	৪৩
পৌরসভা	১১	১	৭	০	২	০	০	২	৮	৯	৪০
সর্বমোট	১৫০	৬	৩৭	২	৫	০	৫	১৫	৬২	৪৫	৩২৭

মোট শিক্ষার্থীঃ

বিদ্যালয়ের ধরণ	অধ্যয়নরত ছাত্র	অধ্যয়নরত ছাত্রী	মোট শিক্ষার্থী	উপবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র	উপবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রী	মোট উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থী
স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা	১৩,৭৪১ জন	২৪,৭৯৭ জন	৩৮,৫৩৮ জন	৫৯৯ জন	২৮৫৭ জন	৩৪৫৬ জন
প্রাথমিক	১২,৪৪০ জন	১৩,২৪৫ জন	২৫,৬৮৫ জন	৯,৮০৯ জন	৯,৬১০ জন	১৯,৪১৯ জন

২০২০ সালের পরীক্ষার ফলাফলঃ (এসএসসি, এইচএসসি, দাখিল, ভোকেশনাল)

প্রতিষ্ঠান	মোট অংশগ্রহণকারী	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার	জিপিএ ৫
মাধ্যমিক	৪০১৮	৩৩৫৬	৮৩.৫২	৬২
দাখিল	৫০৯	৩৩৬	৬৬.০১	৩
ভোকেশনাল	৫১	৪৩	৮৪.৩১	--
কলেজ	২৭৯৪	২৭৯৪	১০০	৫৪
আলিম	১৭৩	১৭৩	১০০	২

২০১৯ সালের পিএসসি পরীক্ষার ফলাফল:

প্রতিষ্ঠান	মোট অংশগ্রহণকারী	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার	জিপিএ ৫
প্রাথমিক	৪৭৯২	৪২৮১	৮৯.৩৪	১২৬২

৫। কৃষি সংক্রান্ত তথ্যাদি:

মোট আবাদী জমির পরিমাণ	:	১৯,৩৩৩ হেক্টর
এক ফসলী জমির পরিমাণ	:	৪,৪১৮ হেক্টর
দুই ফসলী জমির পরিমাণ	:	৬,৭৮৮ হেক্টর
তিন ফসলী জমির পরিমাণ	:	২,৮৯৭ হেক্টর
নীট আবাদী জমির পরিমাণ	:	১৪,১০৩ হেক্টর
শস্যের নিবিড়তা	:	১৮৯%
প্রধান প্রধান উৎপাদিত ফসল	:	ধান, সবজি ও ফল
সেচের আওতায় জমির পরিমাণ	:	৩,২২৯ হেক্টর
শক্তি চালিত পাম্পের সংখ্যা	:	৭১৪টি
অগভীর সচল নলকূপ	:	১৭টি
পাওয়ার টিলার	:	৪০০টি
কম্বাইন্ড হার্ভেস্টর	:	৫টি
রিপার	:	২৪টি
পাওয়ার থ্রেসার	:	৬১টি
রাইস ট্রান্সপ্লান্ট	:	১টি
বীজ গুদাম	:	১০টি
বিসিআইসি সার ডিলারের সংখ্যা	:	৯ জন
নার্সারির সংখ্যা	:	সরকারি ১টি, বেসরকারি ১৫টি
সেচ সুবিধার আওতায় খাল ও নদীর সংখ্যা	:	নদী ৩টি, খাল ৪২টি

৬। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত তথ্যাদি:

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	:	১টি (৫০ শয্যা বিশিষ্ট)
মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র	:	১টি
ইউপি স্বাস্থ্য কেন্দ্র	:	৫টি
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা	:	৩৫,৬৯০ টি
মাতৃমৃত্যুর হার	:	০.৭৫% (প্রতি হাজারে)
৫ বছরের নীচে শিশু মৃত্যু হার	:	২.৫% (প্রতি হাজারে)
কমিউনিটি ক্লিনিক	:	২৩টি
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র	:	৭টি

৭। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল সংক্রান্ত তথ্যাদি:

উপকারভোগী মোট পরিবার	:	৪২,১২৯টি
স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারি ল্যাট্রিন আছে এমন পরিবার	:	৩৭,৭৯৩টি
স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারি ল্যাট্রিন নেই এমন পরিবার	:	৩৯৫০টি
স্যানিটারি ল্যাট্রিন নেই এমন পরিবার	:	৩৮৬টি
নলকূপ আছে এমন পরিবারের সংখ্যা	:	৩৩৫৩টি (সরকারি)
আর্সেনিক পরিক্ষীত নলকূপের সংখ্যা	:	৩,৩৫৩টি (সরকারি), ১৯,০১৫টি (বেসরকারি)

৮। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সংক্রান্ত তথ্যাদি:

জলমহালের সংখ্যা	:	
২০ একরের উর্ধ্বে	:	১৮টি
২০ একরের নীচে	:	২২টি
হাওর	:	১টি
পুকুরের সংখ্যা	:	৪,২০৮টি
মৎস্য চাষের আওতায় পুকুরের/দিঘীর সংখ্যা	:	৪,১৭০টি
বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন	:	৬,৯৩৩ মেট্রিক টন
খালের সংখ্যা	:	১৪টি
নিবন্ধিত জেলের সংখ্যা	:	৩,২০৮ জন
ভেটেরিনারি হাসপাতাল	:	১টি
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র (গরু)	:	২টি
দুগ্ধ খামার	:	৫২টি
হাঁস মুরগির খামার	:	২০৭টি
হৃষ্টপুষ্টকরণ খামার (গরু)	:	৩৯টি
পশুপাখি ও অন্যান্য প্রাণীর সংখ্যা	:	৫,৪৭,৬৭৫টি (২০১১ সালের জরিপ অনুযায়ী)

৯। সমবায় সমিতি সংক্রান্ত তথ্যাদি:

প্রাথমিক সমবায় সমিতির সংখ্যা	:	১৯৮টি
পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (মূল প্রতিষ্ঠান)	:	২৪টি
পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	:	পজীক-১৯০টি, বিত্তহীন মহিলা-৭৮টি, বিত্তহীন পুরুষ-১২টি
আশ্রয়ণ প্রকল্প	:	১টি (ঋণ প্রদান ২৯০,০০০/-, আদায় ১,৯৯,৪৭১/- এবং অনাদায়ি ৯০,৫২৯/- টাকা।
কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি (পউবো)	:	২টি
কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি (সাধারণ)	:	১টি
পানি উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি	:	১টি
মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি	:	৩৫টি
কৃষি সিআইজি (ফসল) সমবায় সমিতি	:	১২২টি
মৎস্য সিআইজি সমবায় সমিতি	:	২০টি
প্রাণী সিআইজি সমবায় সমিতি	:	১০টি
বহুমুখী সমবায় সমিতি	:	২টি
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ি সমবায় সমিতি	:	৪টি
সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি	:	১টি

১০। যোগাযোগ ও পরিবহণ সংক্রান্ত তথ্যাদি:

উপজেলায় সর্বমোট রাস্তার পরিমাণ	:	৬২৮ কিলোমিটার
পাকা রাস্তার পরিমাণ	:	২০৫ কিলোমিটার
এইচ.বি.বি রাস্তার পরিমাণ	:	৩০ কিলোমিটার
কাঁচা রাস্তার পরিমাণ	:	৩৭১ কিলোমিটার
সিসি/ আরসিসি রাস্তার পরিমাণ	:	২২ কিলোমিটার
পুল/কালভার্টের সংখ্যা	:	৪৮১ টি
নদীর সংখ্যা	:	৩টি (সুরমা, কুশিয়ারা, সুনাই)
ভারতের সাথে সীমান্ত	:	২৪ কিলোমিটার

১১। সমাজসেবা সংক্রান্ত তথ্যাদি:

বয়স্ক ভাতা	:	৬৪২৭ জন
বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা ভাতা	:	২১৯১ জন
অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা	:	১৪০১ জন
ভিজিডি কার্ড হোল্ডার সংখ্যা	:	১০০০টি
দলিত হরিজন ও বেদে বিশেষ বয়স্ক ভাতা	:	১৫ জন
দলিত হরিজন ও বেদে শিক্ষা উপবৃত্তি	:	২ জন
মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা	:	৬৪৫ জন
শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা	:	৩০ জন
যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা	:	৫৫ জন
সম্মানী ভাতাভোগী মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা	:	৫৩১ জন

১২। অন্যান্য তথ্যাদি:

পুলিশ স্টেশন	:	১টি
চেক পোস্ট/ফাঁড়ি	:	২টি
বিজিবি সীমান্ত ফাঁড়ি	:	৩টি
বিজিবি ব্যাটেলিয়ন সদর দপ্তর	:	১টি (৫২ বিজিবি)
স্থলবন্দর	:	১টি
ফায়ার সার্ভিস	:	১টি
ডাকঘর	:	৩৮টি
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ (বিটিসিএল)	:	১টি
ব্যাংক	:	৩৮টি
হাটবাজার	:	২৬টি
বিবাহ রেজিস্টার অফিস	:	১৩টি
গ্যাস/তৈলকূপ	:	২টি
ব্রিকস ফিল্ড	:	১২টি
প্রেসক্লাব	:	১টি
বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র	:	৫১টি
ডাক বাংলো	:	৩টি
মসজিদের সংখ্যা	:	৪১০টি
মন্দিরের সংখ্যা	:	১৯টি
আউলিয়ার মাজার	:	৭টি
হিন্দু তীর্থস্থান	:	১টি

বিয়ানীবাজার উপজেলার পুরাকীর্তি, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি:

সুপাতলায় হিন্দু তীর্থ শ্রী শ্রী বাসুদেব বাড়ি এবং কষ্টি পাথর নির্মিত বাসুদেব মূর্তি। ৭ম শতাব্দীর কামরূপ নরপতি ভাস্কর বর্মার তাম্রশাসনের ৭টি খন্ডের মধ্যে ৬টি খন্ড এবং গজ (হাতি) চিহ্নিত একটি রাজকীয় সীলমোহর পাওয়া গেছে। টেংরার রাজবাড়ির ভগ্নাবশেষ।

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকবাহিনী থানা সদরের ডাকবাংলোর পিছনে, থানা চত্বরে এবং বর্তমান শহীদ টিলা নামক স্থানে বহুলোককে ধরে এনে হত্যা করে।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ ৪ টি (উপজেলা সদরের ডাকবাংলোর পিছনে, থানা চত্বর, শহীদ টিলা, সারপার ক্যাম্প) বধ্যভূমি রয়েছে। স্মৃতিস্তম্ভ: সিএন্ডবি রাস্তার গণকবর। মুক্তিযুদ্ধের পরে সেখানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে। এটি শহীদ টিলা নামে খ্যাত।

দর্শনীয় স্থান:

* সুতারকান্দি স্থল বন্দর
* বি.ডি.আর ক্যাম্প
* হযরত গোলাবশাহ হাফিজিয়া মাদ্রাসা (ইমামবাড়ী)
* মালিক মহল
* মুড়িয়ার হাওর
* কাকর ভিলা (কাকরদিয়া, তেরাদল)

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব:

- প্রমথ নাথ দাস -বিয়ানীবাজারের প্রজাপালক জমিদার।
- খান বাহাদুর ডা. মৌলভী মুরাকীব আলী খান (১৯০৪-১৯৭১) মাথিউরার প্রথম ব্রিটিশ ভারতীয় সিভিল সার্ভিসেস ভেটেরিনারি সার্জন।
- গোবিন্দ চন্দ্র দেব (১৯০৭-১৯৭১), স্বাধীনতা পদক (মরণোত্তর) প্রাপ্ত, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মানবতাবাদি, দার্শনিক, শহীদ বুদ্ধিজীবী।
- শহীদ মনু মিয়া- স্বাধিকার আন্দোলনের শহীদ।
- তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী(বীর বিক্রম), মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা।
- কমরেড অজয় ভট্টাচার - ১৯৪৯ সালের ১৮ আগস্ট তার নেতৃত্বে সংঘটিত নানকার কৃষক বিদ্রোহের ফলে জমিদারী ব্রিটিশ আমলের ঘৃণ্য নানকার প্রথা রদ ও জমিদারী প্রথার অবসান হয়েছিল।
- জেনারেল শামসুল হক, সাবেক মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ (১৯৮৩)।
- নুরুল ইসলাম নাহিদ সাবেক সফল শিক্ষামন্ত্রী।
- সেলিম উদ্দিন - জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় হুইপ, সিলেট-৫ (জকিগঞ্জ-কানাইঘাট) আসনের সংসদ সদস্য।

উপজেলা পরিষদের সাংগঠনিক কাঠামো:

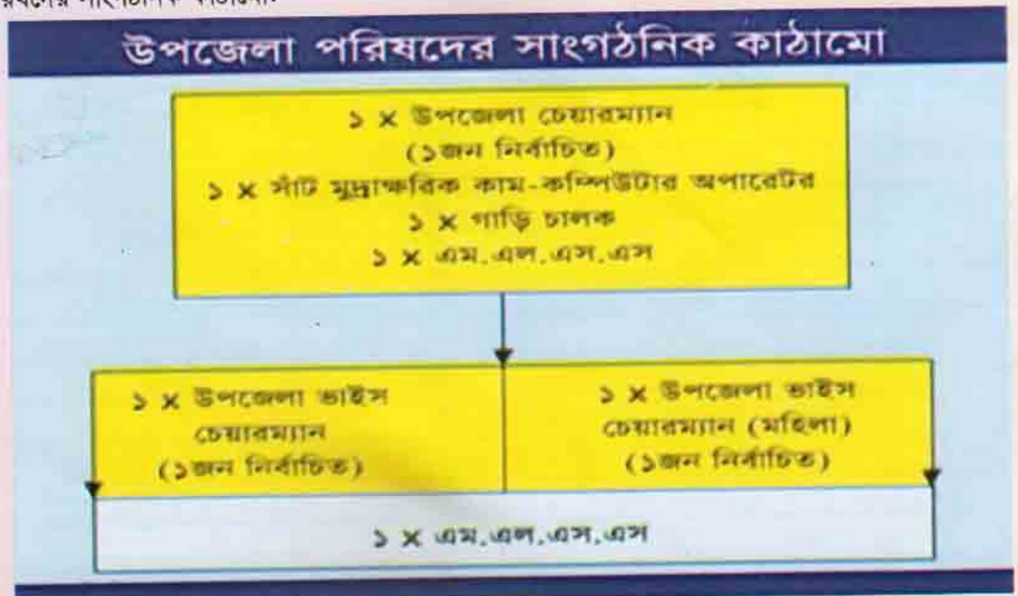

উপজেলা পরিষদের সিটিজেন চার্টার:

উপজেলা পরিষদ

বিয়ানীবাজার, সিলেট

সিটিজেন চার্টার/নাগরিক অধিকারের সনদ

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা গ্রহণের সময়সীমা	সেবা প্রদানের পদ্ধতি	সেবা প্রদানের স্থান
০১	পাঁচ সালা ও বিভিন্ন মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী	...	...	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
০২	পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মসূচী বাস্তবায়নে এবং উক্ত দপ্তরের কার্যক্রম সমূহের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করা	স্ব-স্ব বিভাগের পরিকল্পনা অনুযায়ী	স্ব-স্ব বিভাগের নাগরিক সনদ অনুযায়ী	...
০৩	আন্তঃইউনিয়ন সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা	বার্ষিক পরিকল্পনা মোতাবেক	ইউনিয়ন পরিষদ বা উপজেলা কমিটির আবেদনের ভিত্তিতে	উপজেলা প্রকৌশল কার্যালয়
০৪	ভূ-উপরিস্থ পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্যে সরকারের নির্দেশনা অনুসারে উপজেলা পরিষদ ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন	বার্ষিক পরিকল্পনা মোতাবেক	ইউনিয়ন পরিষদ বা উপজেলা কমিটি/ সংশ্লিষ্ট বিভাগের আবেদনের ভিত্তিতে	উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যালয়
০৫	জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিতকরণ	বার্ষিক পরিকল্পনা মোতাবেক	উপজেলা কমিটি/সংশ্লিষ্ট বিভাগের আবেদনের ভিত্তিতে	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসারের কার্যালয়
০৬	স্যানিটেশন ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন এবং সুপেয় পানীয় জলের ব্যবস্থা গ্রহণ	বার্ষিক পরিকল্পনা মোতাবেক	উপজেলা কমিটি/সংশ্লিষ্ট বিভাগের আবেদনের ভিত্তিতে	উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল কার্যালয়
০৭	(ক) উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা প্রসারের জন্যে উদ্বুদ্ধকরণ এবং সহায়তা প্রদান	বার্ষিক পরিকল্পনা মোতাবেক	ইউনিয়ন পরিষদ বা উপজেলা কমিটি/ সংশ্লিষ্ট বিভাগের আবেদনের ভিত্তিতে	উপজেলা শিক্ষা অফিস
০৮	(খ) মাধ্যমিক শিক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষা কার্যক্রমের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যক্রম তদারকি ও উহাদিগকে সহায়তা প্রদান	বার্ষিক পরিকল্পনা মোতাবেক	উপজেলা কমিটি/সংশ্লিষ্ট বিভাগের আবেদনের ভিত্তিতে	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস
০৯	কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন ও বিকাশের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ	বার্ষিক পরিকল্পনা মোতাবেক	উপজেলা কমিটি/সংশ্লিষ্ট বিভাগের আবেদনের ভিত্তিতে	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিস
১০	সমবায় সমিতি ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কাজে সহায়তা প্রদান এবং উহাদের কাজের সমন্বয় সাধন	বার্ষিক পরিকল্পনা মোতাবেক	ইউনিয়ন পরিষদ বা উপজেলা কমিটি/স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান/সংশ্লিষ্ট বিভাগের আবেদনের ভিত্তিতে	উপজেলা সমবায় অফিস
১১	মহিলা, শিশু, সমাজকল্যাণ এবং যুব ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান এবং বাস্তবায়ন	বার্ষিক পরিকল্পনা মোতাবেক	ইউনিয়ন পরিষদ বা উপজেলা কমিটি/ সংশ্লিষ্ট বিভাগের আবেদনের ভিত্তিতে	উপজেলা সমাজসেবা/যুব উন্নান/ মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
১২	কৃষি, গবাদি পশু, মৎস্য এবং বনজ সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন	বার্ষিক পরিকল্পনা মোতাবেক	ইউনিয়ন পরিষদ বা উপজেলা কমিটি/ সংশ্লিষ্ট বিভাগের আবেদনের ভিত্তিতে	উপজেলা কৃষি/ প্রাণী সম্পদ, মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়
১৩	উপজেলা আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নসহ পুলিশ বিভাগের কার্যক্রম আলোচনা, এবং নিয়মিতভাবে উর্ধ্বতন কর্তিপক্ষের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ	সব সময়	প্রয়োজন সাপেক্ষে	উপজেলা নির্বাহী অফিসার/সহকারী পুলিশ সুপারের কার্যালয়
১৪	আত্ম কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র বিমোচনের জন্য নিজ উদ্যোগে কর্মসূচী গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং এতদ সম্পর্কে সরকারি কর্মসূচী বাস্তবায়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান	বার্ষিক পরিকল্পনা মোতাবেক	ইউনিয়ন পরিষদ বা উপজেলা কমিটি/সংশ্লিষ্ট বিভাগের আবেদনের ভিত্তিতে	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
১৫	ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন কাজের সমন্বয় সাধন ও পরিবীক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান	বিধি মোতাবেক	বিধি মোতাবেক সংশ্লিষ্ট সকল	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
১৬	নারী ও শিশু নির্যাতন ইত্যাদি অপরাধ সংগঠিত হওয়ার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টিসহ অন্যান্য প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ	সব সময়	প্রয়োজন সাপেক্ষে	উপজেলা নির্বাহী অফিসার/সহকারী পুলিশ সুপারের কার্যালয়
১৭	সন্ত্রাস, চুরি, ডাকাতি, চোরাচালান, মাদক দ্রব্য ব্যবহার, ইত্যাদি অপরাধ সংগঠিত হওয়ার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টিসহ অন্যান্য প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ	সব সময়	প্রয়োজন সাপেক্ষে	উপজেলা নির্বাহী অফিসার/সহকারী পুলিশ সুপারের কার্যালয়
১৮	পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক বনায়নসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ	বার্ষিক পরিকল্পনা মোতাবেক	প্রয়োজন সাপেক্ষে	উপজেলা বিট কর্মকর্তার কার্যালয়
১৯	সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী	প্রয়োজন সাপেক্ষে	বিধি মোতাবেক	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়

সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোন রূপ অসুবিধার সম্মুখিন হলে জেলা প্রশাসক, সিলেট; চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ; উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বিয়ানীবাজার, সিলেট এর সাথে যোগাযোগ করা যাবে।

জেলা প্রশাসক, সিলেটঃ ০৮২১-৭১৬১০১ চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদঃ ০১৭১০৫৪০৪৮৪ উপজেলা নির্বাহী অফিসারঃ ০১৭৩০৩৩১০৩১

উপজেলা পরিষদের কার্যাবলী

১। পাঁচশালা ও বিভিন্ন মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা।

২। পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মসূচী বাস্তবায়ন এবং উক্ত দপ্তরের কাজকর্মসমূহের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করা।

৩। আন্তঃইউনিয়ন সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।

৪। ভূ-উপরিস্থ পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সরকারের নির্দেশনা অনুসারে উপজেলা পরিষদ ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

৫। জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিত করা।

৬। স্যানিটেশন ও পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন এবং সুপেয় পানীয় জলের সরবরাহ ব্যবস্থা গ্রহণ।

৭। (ক) উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষার প্রসারের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ ও এবং সহায়তা প্রদান।
(খ)মাধ্যমিক ও মাদরাসা শিক্ষার কার্যক্রমের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যক্রম তদারকি ও উহাদিগকে সহায়তা প্রদান।

৮। কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন ও বিকাশের লক্ষে কার্যক্রম গ্রহণ।

৯। সমবায় সমিতি ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কাজে সহায়তা প্রদান এবং উহাদের কাজে সমন্বয় সাধন।

১০। মহিলা, শিশু, সমাজকল্যাণ এবং যুব, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান এবং বাস্তবায়ন করা।

১১। কৃষি, গবাদি পশু, মৎস্য এবং বনজ সম্পদ উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

১২। উপজেলায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নসহ পুলিশ বিভাগের কার্যক্রম আলোচনা এবং নিয়মিতভাবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ।

১৩। আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র বিমোচনের জন্য নিজ উদ্যোগে কর্মসূচী গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং এতদসম্পর্কে সরকারি কর্মসূচী বাস্তবায়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।

১৪। ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও পরীক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।

১৫। নারী ও শিশু নির্যাতন ইত্যাদি অপরাধ সংগঠিত হওয়ার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টিসহ অন্যান্য প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ।

১৬। সন্ত্রাস, চুরি, ডাকাতি, চোরাচালান ও মাদক দ্রব্য ব্যবহার ইত্যাদি অপরাধ সংগঠিত হওয়ার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টিসহ অন্যান্য প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ।

১৭। পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষে সামাজিক বনায়নসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ।

১৮। সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

ইউএনও অফিসের সাংগঠনিক কাঠামো

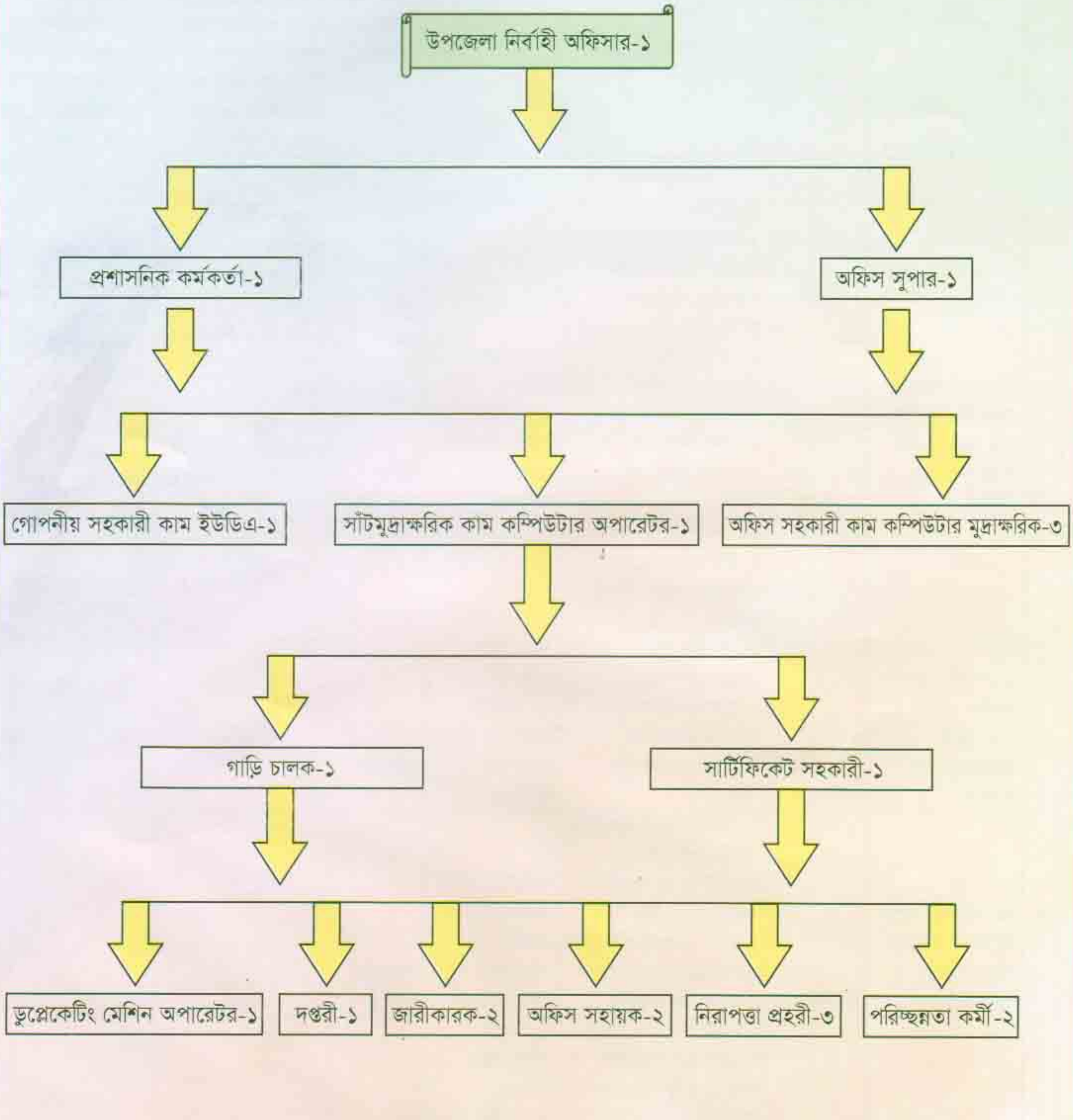

নাগরিক সনদ বা সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি(সিটিজেন চার্টার)

ক্র:	সেবার নাম	প্রয়োজনীয় সর্বোচ্চ সময় (ঘন্টা/দিন/ মাস)	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	কাগজপত্র/ আবেদন ফরম প্রাপ্তির স্থান	সেবা মূল্য ও পরিশোধ পদ্ধতি (যদি থাকে)	শাখার নাম সহ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (কর্মকর্তার পদবী, রুম নম্বর, বাংলাদেশের কোড, জেলা ও উপজেলা কোড সহ টেলিফোন/ মোবাইল নম্বর, ই-মেইল	উর্দ্ধতন কর্মকর্তার পদবী, রুম নম্বর, বাংলাদেশের কোড সহ টেলিফোন/ মোবাইল নম্বর, ই-মেইল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০১.	মহামান্য রাষ্ট্রপতির স্বেচ্ছাধীন তহবিল হতে প্রাপ্ত অনুদানের চেক বিতরণ।	০৭ (সাত) কার্যদিবস	১। অনুদান গ্রহীতার জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি-১ কপি। ২। সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান/ ওয়ার্ড কাউন্সিলর কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিক সনদ এর সত্যায়িত ফটোকপি১ - কপি।	১। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি। ২। সংশ্লিষ্ট ইউপি কার্যালয়/ কাউন্সিলর কার্যালয়।	প্রযোজ্য নয়/ ফ্রি	উপজেলা নির্বাহী অফিসার বিয়ানীবাজার, সিলেট। (+০৮২২৩-৫৬০০০১ (অফিস) মোবা:০১৭৩০-৩৩১০৩১ e-mail: unobeanibazar17@gmail.com	জেলা প্রশাসক, সিলেট। (+০৮২১-৭১৬১০০(অফিস) মোবা: ০১৭১৫-২৯৭৪০৫ e-mail: dcsylhet@gmail.com
০২.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে প্রদত্ত অনুদানের চেক বিতরণ।	০৭ (সাত) কার্যদিবস	১। অনুদান গ্রহীতার জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি- ১ কপি। ২। সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান/ ওয়ার্ড কাউন্সিলর কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিক সনদ এর সত্যায়িত ফটোকপি১ - কপি।	১। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি। ২। সংশ্লিষ্ট ইউপি কার্যালয়/ কাউন্সিলর কার্যালয়।	প্রযোজ্য নয়/ ফ্রি	ঐ	ঐ
০৩.	ধর্ম মন্ত্রণালয় হতে মসজিদ/ মন্দিরের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ বিতরণ।	০৭ (সাত) কার্যদিবস	১। সংশ্লিষ্ট মসজিদ/মন্দির কমিটির সভাপতি / সেক্রেটারী এর জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ১ কপি । -ফটোকপি ২। ব্যয়ের সমর্থনে সকল ভাউচার এর মূলকপি ।	সংশ্লিষ্ট মসজিদ/মন্দির কমিটির সভাপতি / সেক্রেটারী ।	প্রযোজ্য নয়/ ফ্রি	ঐ	ঐ
০৪.	প্রয়াত মুক্তিযোদ্ধাদের দাফন খরচ প্রদান।	০১(এক) কার্যদিবস	১। সাঁদা কাগজে প্রয়াত মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের পক্ষ হতে স্ত্রী/ সন্তানের আবেদন। ২। প্রয়াত মুক্তিযোদ্ধার সাময়িক সনদ/মূল সনদ এর সত্যায়িত ফটোকপি-	১। প্রয়াত মুক্তিযোদ্ধার পরিবার। ২। সংশ্লিষ্ট ইউপি/ সিটি কর্পোরেশন কার্যালয়।	প্রযোজ্য নয়/ ফ্রি	ঐ	ঐ

ক্র:	সেবার নাম	প্রয়োজনীয় সর্বোচ্চ সময় (ঘন্টা/দিন/ মাস)	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	কাগজপত্র/ আবেদন ফরম প্রাপ্তির স্থান	সেবা মূল্য ও পরিশোধ পদ্ধতি (যদি থাকে)	শাখার নাম সহ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (কর্মকর্তার পদবী, রুম নম্বর, বাংলাদেশের কোড, জেলা ও উপজেলা কোড সহ টেলিফোন/ মোবাইল নম্বর, ই-মেইল	উর্দ্ধতন কর্মকর্তার পদবী, রুম নম্বর, বাংলাদেশের কোড সহ টেলিফোন/ মোবাইল নম্বর, ই-মেইল
			১কপি। ৩। প্রয়াত মুক্তযোদ্ধার মৃত্যু সনদের সত্যায়িত ফটোকপি- ১কপি । ৪। উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের সুপারিশপত্র-১ কপি ।	৩। উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল কার্যালয়।			
০৫.	বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অনুদান প্রদান ।	১৫ (পনর) কার্যদিবস	১। নির্ধারিত ফরমে আবেদন-১ কপি। ২। প্রয়াত মুক্তিযোদ্ধার সাময়িক সনদ/মূল সনদ এর সত্যায়িত ফটোকপি - ১কপি। ৩। যাঁরা মুক্তিযোদ্ধা সনদ গ্রহণ করেননি তাঁদের ক্ষেত্রে গেজেট নম্বর/ চূড়ান্ত মুক্তিবার্তার (লাল বহি) নম্বর অআবেদনে উল্লেখ করতে হবে। ৪। জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি- ১ কপি । ৫। পাসপোর্ট সাইজ ছবি রঙিন ছবি-২ কপি।	১। নির্ধারিত ফরম উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় । ২। অন্যান্য কাগজপত্র আবেদনকারী দিবেন।	প্রযোজ্য নয়/ ফ্রি	ঐ	ঐ
০৬.	তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ অনুযায়ী চাহিত তথ্য সরবরাহ	২০ (বিশ) কার্যদিবস	নির্ধারিত ফরমে লিখিত বা ই-মেইলের মাধ্যমে আবেদন।	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়	নির্ধারিত ফি	ঐ	ঐ
০৭.	জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের আবেদন স্থানীয় সরকার বিভাগে অগ্রবর্তীকরন ।	০১ (এক) কার্যদিবস	১। জন্ম নিবন্ধন সংশোধনের নির্ধারিত ফরমে আবেদন-১টি । ২। এখতিয়ারসম্পন্ন ডাক্তার/হাসপাতাল ক্লিনিকের সনদ এর / – সত্যায়িত ফটোকপি ১কপি । অথবা ৩। পাবলিক পরীক্ষার সনদের সত্যায়িত	১। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন/ পৌরসভা ডিজিটাল সেন্টার । ২। সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা কেন্দ্র অথবা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।	প্রযোজ্য নয়/ ফ্রি	ঐ	ঐ

ক্র:	সেবার নাম	প্রয়োজনীয় সর্বোচ্চ সময় (ঘন্টা/দিন/মাস)	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	কাগজপত্র/ আবেদন ফরম প্রাপ্তির স্থান	সেবা মূল্য ও পরিশোধ পদ্ধতি (যদি থাকে)	শাখার নাম সহ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (কর্মকর্তার পদবী, রুম নম্বর, বাংলাদেশের কোড, জেলা ও উপজেলা কোড সহ টেলিফোন/ মোবাইল নম্বর, ই-মেইল	উর্দ্ধতন কর্মকর্তার পদবী, রুম নম্বর, বাংলাদেশের কোড সহ টেলিফোন/ মোবাইল নম্বর, ই-মেইল
			ফটোকপি – ১কপি ।				
০৮.	এনজিও কার্যক্রম সর্ম্পকিত প্রত্যয়ন প্রদান ।	১৫ (পনর) কার্যদিবস	১। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক প্রণীত নির্ধারিত ফরমে আবেদন । ২। বাস্তবায়িত কর্মসূচির কাগজপত্র ।	এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরো প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় মাইসা ভবন (৯ম তলা),১৩ শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী স্মরণী, রমনা, ঢাকা-১০০০	প্রযোজ্য নয়/ ফ্রি	ঐ	ঐ
০৯.	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সনদ প্রদান ।	১০ (দশ) কার্যদিবস	১। সাঁদা কাগজে সনদ প্রাপ্তির জন্য আবেদন। ২। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন/ ওয়ার্ড কাউন্সিলর কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিক সনদ এর সত্যায়িত ফটোকপি- ১ কপি। ৩। নৃ-গোষ্ঠি সম্প্রদায় প্রধানের প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র মূলকপি । ৪। পাসপোর্ট সাইজ রঙিন ছবি -১কপি।	১। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি । ২। সংশ্লিষ্ট ইউপি কার্যালয়/ কাউন্সিলর কার্যালয়। ৩। সংশ্লিষ্ট নৃ-গোষ্ঠি সম্প্রদায় প্রধান।	প্রযোজ্য নয়/ ফ্রি	ঐ	ঐ
১০.	ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা প্রদান এবং ইউপি সচিব ও গ্রাম পুলিশদের সরকারি অংশের বেতন-ভাতা প্রদান।	০৩ (তিন) কার্যদিবস	সংশ্লিষ্ট ইউপি কর্তৃক চাহিদা পত্রের ভিত্তিতে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ।	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়	প্রযোজ্য নয়/ ফ্রি	ঐ	ঐ
১১.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি গঠনের জন্য প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগ।	০৩ (তিন) কার্যদিবস	১। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্যাডে প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক আবেদন। ২। পূর্ববর্তী কমিটি গঠন ও মেয়াদ সংক্রান্ত পত্রের	স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান প্রধান	প্রযোজ্য নয়/ ফ্রি	ঐ	ঐ

ক্র:	সেবার নাম	প্রয়োজনীয় সর্বোচ্চ সময় (ঘন্টা/দিন/ মাস)	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	কাগজপত্র/ আবেদন ফরম প্রাপ্তির স্থান	সেবা মূল্য ও পরিশোধ পদ্ধতি (যদি থাকে)	শাখার নাম সহ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (কর্মকর্তার পদবী, রুম নম্বর, বাংলাদেশের কোড, জেলা ও উপজেলা কোড সহ টেলিফোন/ মোবাইল নম্বর, ই-মেইল	উর্দ্ধতন কর্মকর্তার পদবী, রুম নম্বর, বাংলাদেশের কোড সহ টেলিফোন/ মোবাইল নম্বর, ই-মেইল
			ছায়ালিপি।				
১২.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এডহক কমিটির অভিভাবক সদস্য মনোনয়ন।	১০ (দশ) কার্যদিবস	১। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্যাডে প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক জেলা প্রশাসক বরাবরে আবেদন দাখিল। ২। আবেদনে প্রস্তাবিত ৩ জন অভিভাবকের নামের তালিকা প্রদান। ৩। জেলা কার্যালয় হতে পত্র প্রাপ্তির পর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার কে তদন্তকারী নিয়োগ। ৪। তদন্তকারীর তদন্ত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবরে মনোনয়ন প্রস্তাব প্রেরণ।	১। স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান প্রধান ২। জেলা প্রশাকের কার্যলয়। ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়	প্রযোজ্য নয়/ ফ্রি	ঐ	ঐ
১৩.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব সনদ প্রদান।	০৭ (সাত) কার্যদিবস	১। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্যাডে প্রতিষ্ঠান প্রধানের আবেদন। ২। আবেদন প্রাপ্তির পর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার কে তদন্তকারী নিয়োগ। ৩। তদন্তকারীর তদন্ত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে প্রত্যয়নপত্র প্রদান।	১। স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান প্রধান ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়	প্রযোজ্য নয়/ ফ্রি	ঐ	ঐ
১৪.	শিক্ষাসফর / বনভোজনে গমনের অনুমতি প্রদান।	০২ (দুই) কার্যদিবস	১। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্যাডে প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক আবেদন। ২। অভিভাবকদের সম্মতিপত্র। ৩। ভাড়াকৃত গাড়ির ফিটনেস ও ড্রাইভারের লাইসেন্সের ফটোকপি।	স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান প্রধান	প্রযোজ্য নয়/ ফ্রি	ঐ	ঐ
১৫.	জলমহাল ইজারা প্রদান।	২০ (বিশ) কার্যদিবস	১। নির্দিষ্ট ফরমে আবেদনপত্র- ১কপি। ২। মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির নির্বাচিত কমিটির	১। উপজেলা নির্বাহী অফিস ও উপজেলা ভূমি অফিস।	সিডিউল ফরমের নির্ধারিত মূল্য।	ঐ	ঐ

ক্রঃ	সেবার নাম	প্রয়োজনীয় সর্বোচ্চ সময় (ঘন্টা/দিন/মাস)	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	কাগজপত্র/ আবেদন ফরম প্রাপ্তির স্থান	সেবা মূল্য ও পরিশোধ পদ্ধতি (যদি থাকে)	শাখার নাম সহ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (কর্মকর্তার পদবী, রুম নম্বর, বাংলাদেশের কোড, জেলা ও উপজেলা কোড সহ টেলিফোন/ মোবাইল নম্বর, ই-মেইল	উর্দ্ধতন কর্মকর্তার পদবী, রুম নম্বর, বাংলাদেশের কোড সহ টেলিফোন/ মোবাইল নম্বর, ই-মেইল
			তালিকা-১কপি। ৩। মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির সদস্যদের পাসপোর্ট সাইজ ছবিসহ তালিকা- ১কপি। ৪। মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির গঠনতন্ত্রের কপি-১কপি। ৫। ব্যাংক একাউন্টের লেনদেন সংক্রান্ত কাগজপত্র-১কপি। ৬। মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির নিবন্ধন সনদের কপি। ৭। জামানত বাবদ ইজারামূল্যের ২০ % -পে/অর্থের ব্যাংক ড্রাফট অর্ডার।	২। সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবি স: সমিতির কার্যালয়। ৩। যে কোন তফসিলি ব্যাংক ।			
১৬.	হাট-বাজার ইজারা প্রদান ।	২০ (বিশ) কার্যদিবস	১। নির্ধারিত টেন্ডার সিডিউল ফরম। ২। প্রস্তাবিত ইজারামূল্যের ৩০ % /অর্ডার-জামানতের পে ব্যাংক ড্রাফট।	১। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের স্থানীয় সরকার শাখা/ উপজেলা নির্বাহী অফিস/ উপজেলা ভূমি অফিস। ২। যে কোন তফসিলি ব্যাংক ।	সিডিউল ফরমের নির্ধারিত মূল্য।	ঐ	ঐ
১৭.	জেনারেল সার্টিফিকেট মামলা	পি.ডি.আর এ্যাক্ট ১৯১৩ মোতাবেক	১। নির্ধারিত ফরমে সার্টিফিকেট মামলা দায়েরের নিমিত্ত অনুরোধপত্র । ২। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উপযুক্ত কোর্ট ফি ।	১। উপজেলা নির্বাহী অফিস । ২। অনুমোদিত স্ট্যাম্প ভেন্ডার ।	প্রযোজ্য নয়/ ফ্রি	ঐ	ঐ
১৮.	মোবাইল কোর্ট মামলার আদেশের জাবেদা নকল	০৩ (তিন) কার্যদিবস	জেলা রেকর্ড রুম হতে প্রাপ্ত নির্ধারিত ফরমে আবেদন ।	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের	এ অফিসের জন্য	ঐ	ঐ

ক্র:	সেবার নাম	প্রয়োজনীয় সর্বোচ্চ সময় (ঘন্টা/দিন/মাস)	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	কাগজপত্র/ আবেদন ফরম প্রাপ্তির স্থান	সেবা মূল্য ও পরিশোধ পদ্ধতি (যদি থাকে)	শাখার নাম সহ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (কর্মকর্তার পদবী, রুম নম্বর, বাংলাদেশের কোড, জেলা ও উপজেলা কোড সহ টেলিফোন/ মোবাইল নম্বর, ই-মেইল	উর্দ্ধতন কর্মকর্তার পদবী, রুম নম্বর, বাংলাদেশের কোড সহ টেলিফোন/ মোবাইল নম্বর, ই-মেইল
	সরবরাহের নিমিত্ত নথি জেলা রেকর্ড রুমে প্রেরণ ।			রেকর্ডরুম শাখা ।	প্রযোজ্য নয়		
১৯.	এলজিইডি কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়িত প্রকল্পের বিল প্রদান।	০১ (এক) কার্যদিবস	১। উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয় হতে প্রাপ্ত নথি । ২। মাপ বই।	উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়	প্রযোজ্য নয়/ ফ্রি	ঐ	ঐ
২০.	ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত বরাদ্দ (টি.আর, কাবিখা, কাবিটা ও ত্রাণ সামগ্রী) দ্বারা গৃহীত ও বাস্তবায়িত প্রকল্পের বিল / খাদ্যশষ্য ছাড়করন।	০১ (এক) কার্যদিবস	১। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয় হতে প্রাপ্ত নথি । ২। মাষ্টার রোল ।	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়	প্রযোজ্য নয়/ ফ্রি	ঐ	ঐ
২১.	কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান ।	৪৫ (পয়তাল্লিশ) কার্যদিবস	উপজেলা ভূমি অফিস থেকে প্রাপ্ত বন্দোবস্ত নথি । নথিতে থাকবে- ১। নির্ধারিত আবেদন ফরমে স্বামী/স্ত্রীর যৌথ 4rছবি সহ পূরণকৃত ও স্বাক্ষরিত আবেদন- ১কপি। । ২। আবেদনকারী ভূমিহীন মর্মে ইউপি চেয়ারম্যান/ মেয়র এর প্রত্যয়নপত্রের মূল-সত্যায়িত ফটোকপি / ১ কপি।। ৩। আবেদনকারী স্বামী/ স্ত্রীর জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি- ১কপি। ৪। উপজেলা কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত কমিটির সুপারিশ/ সভার কার্যবিবরণী। ৫। প্রস্তাবিত জমির	১। উপজেলা ভূমি অফিস ২। সংশ্লিষ্ট ইউপি / সিটি কর্পোরেশন কার্যালয়। ৩। সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী ।	প্রযোজ্য নয়/ ফ্রি	ঐ	ঐ

ক্র:	সেবার নাম	প্রয়োজনীয় সর্বোচ্চ সময় (ঘন্টা/দিন/ মাস)	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	কাগজপত্র/ আবেদন ফরম প্রাপ্তির স্থান	সেবা মূল্য ও পরিশোধ পদ্ধতি (যদি থাকে)	শাখার নাম সহ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (কর্মকর্তার পদবী, রুম নম্বর, বাংলাদেশের কোড, জেলা ও উপজেলা কোড সহ টেলিফোন/ মোবাইল নম্বর, ই-মেইল	উর্দ্ধতন কর্মকর্তার পদবী, রুম নম্বর, বাংলাদেশের কোড সহ টেলিফোন/ মোবাইল নম্বর, ই-মেইল
			স্কেচম্যাপ।				
২২.	অর্পিত সম্পত্তির ইজারা নবায়ন।	০১ (এক) কার্যদিবস	সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয়ে সৃজিত কেস নথি । নথিতে থাকবে – ১। সাঁদা কাগজে ইজারা নবায়নের জন্য ইজারাগ্রহীতার আবেদন। ২। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন। ৩। কানুনগো,র মতামত । ৪। সহকারী কমিশনার (ভূমির প্রদত্ত মতামত ।(	উপজেলা ভূমি অফিস	প্রযোজ্য নয়/ ফ্রি	ঐ	ঐ
২৩.	হাট-বাজারের চান্দিনা ভিট বরাদ্দের প্রস্তাব অগ্রবর্তীকরন।	০১ (এক) কার্যদিবস	উপজেলা ভূমি অফিস হতে প্রাপ্ত চান্দিনা ভিট বরাদ্দের মিস কেস। যাতে থাকবে- ১। সাঁদা কাগজে আবেদনকারীর আবেদন। ২।আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি- ১ কপি। ৩। ট্রেড লাইসেন্সের ফটোকপি- ১কপি। ৪। অনুমোদিত পেরিফেরি নকসা । ৫। ট্রেস ম্যাপ।	১। উপজেলা ভূমি অফিস ২। সংশ্লিষ্ট ইউপি / সিটি কর্পোরেশন কার্যালয়।	প্রযোজ্য নয়/ ফ্রি	ঐ	ঐ
২৪.	একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের ঋণ অনুমোদন ।	০১ (এক) কার্যদিবস	১। নির্ধারিত ফরমে প্রকল্প প্রস্তাব। ২। ঋণ আবেদন ও অনুমোদনপত্র। ৩। আবেদনকারীর রঙিন পাসপোর্ট সাইজ ছবি - ১কপি। ৪। জাতীয় পরিচয়পত্র / জন্ম নিবন্ধন সনদের	১। একটি বাড়ি একটি খামার কার্যালয় । ২। সংশ্লিষ্ট সমিতির কার্যালয় ।	প্রযোজ্য নয়/ ফ্রি	ঐ	ঐ

ক্র:	সেবার নাম	প্রয়োজনীয় সর্বোচ্চ সময় (ঘন্টা/দিন/মাস)	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	কাগজপত্র/ আবেদন ফরম প্রাপ্তির স্থান	সেবা মূল্য ও পরিশোধ পদ্ধতি (যদি থাকে)	শাখার নাম সহ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (কর্মকর্তার পদবী, রুম নম্বর, বাংলাদেশের কোড, জেলা ও উপজেলা কোড সহ টেলিফোন/ মোবাইল নম্বর, ই-মেইল	উর্দ্ধতন কর্মকর্তার পদবী, রুম নম্বর, বাংলাদেশের কোড সহ টেলিফোন/ মোবাইল নম্বর, ই-মেইল
			সত্যায়িত ফটোকপি- ১কপি । ৫। সমিতি ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যবিবরণী । ৬। অংগীকারনামা ও দায়বদ্ধ একরারনামা ।				
২৫.	বয়স্কভাতা, বিধবাভাতা, প্রতিবন্ধীভাতা, মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা,স্বামী পরিত্যাক্তা দু:স্থ মহিলা ভাতা।	০১ (এক) কার্যদিবস	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় হতে প্রাপ্ত নথি।	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়	প্রযোজ্য নয়/ ফ্রি	ঐ	ঐ
২৬.	দরিদ্র মায়েদের জন্য মাতৃত্ব ভাতা ।	০১ (এক) কার্যদিবস	১। নির্ধারিত ফরমে আবেদন- ১কপি। ২। ডাক্তারী সার্টিফিকেট- ১কপি। ৩। জাতীয় পরিচয়পত্র/ জন্ম নিবন্ধন সনদের সত্যায়িত ফটোকপি১ -কপি। ৪। পাসপোর্ট সাইজরঙিন ছবি-৫ কপি।	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান	প্রযোজ্য নয়/ ফ্রি	ঐ	ঐ
২৭.	যুব ঋণ অনুমোদন ও বিতরণ।	০১ (এক) কার্যদিবস	উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিস হতে প্রাপ্ত নথি। নথিতে থাকবে- ১। নির্ধারিত আবেদন ফরমে আবেদন। ২। যুব উন্নয়ন কর্তৃক প্রশিক্ষণের সনদ। ৩। জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি- ১কপি ৪। আবেদনকারীর রঙিন পাসপোর্ট সাইজ ছবি- ১ কপি। ৫। বন্ধকী জমির মালিকানার স্বপক্ষে	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয় এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান	প্রযোজ্য নয়/ ফ্রি	ঐ	ঐ

ক্র:	সেবার নাম	প্রয়োজনীয় সর্বোচ্চ সময় (ঘন্টা/দিন/ মাস)	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	কাগজপত্র/ আবেদন ফরম প্রাপ্তির স্থান	সেবা মূল্য ও পরিশোধ পদ্ধতি (যদি থাকে)	শাখার নাম সহ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (কর্মকর্তার পদবী, রুম নম্বর, বাংলাদেশের কোড, জেলা ও উপজেলা কোড সহ টেলিফোন/ মোবাইল নম্বর, ই-মেইল	উর্দ্ধতন কর্মকর্তার পদবী, রুম নম্বর, বাংলাদেশের কোড সহ টেলিফোন/ মোবাইল নম্বর, ই-মেইল
			দলীল/ খতিয়ানের ফটোকপি। ৬। অনুমোদিত ঋণের ৫সঞ্চয় জমা। % ৭। ৩০০/- টাকা মূল্যের স্ট্যাম্পে চুক্তিপত্র । ৮। জামীনদারেরর পাসপোর্ট সাইজ রঙিন ছবি-১কপি ও নাগরিক সনদের সত্যায়িত ফটোকপি – ১কপি ।				
২৮.	ডিলারদের মধ্যে সার উপ-বরাদ্দ প্রদান ।	০১ (এক) কার্যদিবস	উপজেলা কৃষি অফিস হতে প্রাপ্ত নথি । নথিতে থাকবে – ১। সারের আগমনী বার্তা । ২। ডিলারের চালানপত্র ।	উপজেলা কৃষি অফিস এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান	প্রযোজ্য নয়/ ফ্রি	ঐ	ঐ
২৯.	গণশুনানী	প্রতি সপ্তাহের বুধবার	১। সাঁদা কাগজে আবেদন। ২। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র।	স্ব স্ব ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান	প্রযোজ্য নয়/ ফ্রি	ঐ	ঐ
৩০.	বিবিধ অভিযোগ	০৩ (তিন) কার্যদিবস	১। সাঁদা কাগজে আবেদন। ২। ২০/- টাকা মূল্যের কোর্ট ফি। ৩। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ।	উপজেলা নির্বাহী অফিস	প্রযোজ্য নয়/ ফ্রি	ঐ	ঐ

উপজেলা পরিষদের আওতাভুক্ত অফিসসমূহের কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ

১। উপজেলা ভূমি অফিস

বিয়ানীবাজার উপজেলা ভূমি অফিসের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সাম্প্রতিক বছর সমূহের (বিগত ৩ বছর) প্রধান অর্জন সমূহ

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য ০২ শতাংশ খাস জমি বন্দোবস্তপূর্বক গৃহ নির্মাণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিয়ানীবাজার উপজেলায় ২০২০-২১ অর্থবছরে `ক, তালিকাভুক্ত ১০৪টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ০২ শতাংশ করে ভূমি বন্দোবস্ত পূর্বক কবুলিয়ত সম্পাদন করা হয়েছে। বিগত তিন অর্থবছরে মোট ১০৪ জনকে সর্বমোট ২.০৮ একর কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত করা হয়। সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলার রাজস্ব প্রশাসনের কার্যক্রমের আওতায় উপজেলা ভূমি অফিস, বিয়ানীবাজার, সিলেট এ আগত সেবা প্রত্যাশীদের সেবা প্রদানের জন্য ফ্রন্ট ডেস্ক খোলা হয়েছে। উল্লিখিত ফ্রন্ট ডেস্কের মাধ্যমে সেবা প্রত্যাশীগণকে বিভিন্ন ধরনের তথ্য দিয়ে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এতে রাজস্ব প্রশাসনের প্রতি জনগনের আস্থা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নামজারির আবেদন নিষ্পত্তিতে গড় সময়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। জরুরি প্রয়োজনে ও আবেদনকারী প্রবাসীদের দ্রুততম সময়ে নামজারি বিষয়ক সেবা দেয়া হচ্ছে। এছাড়া অত্র উপজেলা ভূমি অফিসে ভূমি সংক্রান্ত সেবা প্রত্যাশীদের জন্য One stop Service চালু করা হয়েছে। বিগত ৩ বছরে ৪টি রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ৯২,৩৮৯০৬ টাকা, ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ৯২,২২,২২৭,ও 2019-2020 অর্থ বছরে ৯০,২০,৪৩২ টাকা ভূমি উন্নয়ন কর বাবদ আদায় করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে সকল ক্ষেত্রে কাংখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ই-নামজারি সিস্টেম চালুর পর থেকে মোট ১৪৮৬টি মোকদ্দমা ই-নামজারি সিস্টেমের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়। শতভাগ ই-নামজারী বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভূমি সেবাকে সহজতর করার লক্ষ্যে রাজস্ব কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলায় ইউনিয়ন সংখ্যা ১০ টি, পৌরসভা ১ টি, মৌজার সংখ্যা ১৪৫ টি, মোট জমির পরিমাণ ৬২১২০ একর, আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ৩৪৮৩৯ একর, অনাবাদি জমির পরিমাণ ৩৩০০ একর, ইউনিয়ন ভূমি অফিস ০৫ টি। ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সংখ্যা কম থাকায় এবং সেবা প্রত্যাশীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় নিরবিচ্ছিন্ন সেবা প্রদান একটি চ্যালেঞ্জ। এক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি দক্ষ ও প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের মাধ্যম ডিজিটাল সেবা পদ্ধতি (ই-নথি এবং ই-নামজারী) ১০০ % বাস্তবায়ন করে জনগনের হয়রানী কমানো এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- ই নামজারির কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শতভাগ নিষ্পত্তি করা
- ই- ভূমি অফিস বাস্তবায়নে লজিস্টিক সাপোর্ট (কম্পিউটার, ইন্টারনেট সংযোগ) বৃদ্ধি করা ও প্রশিক্ষিত জনবল তৈরি
- খাসজমি ও অর্পিত সম্পত্তির ডাটাবেস তৈরি
- এসএফসমূহের জবাবদানে তৎপরতা বৃদ্ধি
- অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় শতভাগ নিশ্চিত করা

চলমান ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জন সমূহ

- মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে ০২ শতক করে খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান
- অর্পিত সম্পত্তির বকেয়া (ইজারা মূল্য) আদায় ও সংস্থার ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের হার বৃদ্ধি করা
- অবৈধভাবে দখলকৃত সরকারি জমি দখল মুক্ত করা।
- পেন্ডিং রেন্ট সার্টিফিকেট মামলার সংখ্যা কমিয়ে আনা।
- রাজস্ব আদালতের দায়েরকৃত আপীল/রিভিশন মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধি করা।
- শতভাগ ই নামজারি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করা

২। উপজেলা কৃষি অফিস

১. অভিলক্ষ্য (Mission) ঃ

সকল শ্রেনীর কৃষকদের চাহিদাভিত্তিক দক্ষ, ফলপ্রসূ ও কার্যকর সম্প্রসারণ সেবা প্রদান এবং তাদের প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ফসলের টেকসই উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা নিশ্চিতকরণ।

২. কৌশলগত উদ্দেশ্যসমুহ (Strategic Objectives) ঃ

১। ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি

২। সম্প্রসারণ কর্মী, কৃষকদের প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়ন

৩। কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ

৪। মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও রক্ষনাবেক্ষণ।

৩. কার্যাবলী (Functions) ঃ

১। কৃষকের মাঝে উন্নত কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহন (কৃষক প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী, মাঠ প্রদর্শনী, চাষী র‍্যালী, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমন, কৃষি প্রযুক্তি মেলা, কর্মশালা, সেমিনার ইত্যাদি)।

২। সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষকদের প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।

৩। সার ও সারজাতীয় দ্রব্যের সরবরাহ ও বাজারজাতকরণ নিবন্ধন প্রদান ও নিবন্ধন নবায়ন।

৪। কৃষি গবেষনা প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় সাধন ও উদ্ভাবিত প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ।

৫। কৃষি উপকরণ (সার ও বালাইনাশক) সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিসিআইসি অনুমোদিত সার ডিলার নিয়োগে সহায়তা প্রদান, খুচরা সার বিক্রেতা ও বালাইনাশক ডিলার নিয়োগ প্রদান।

৬। মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় জৈব ও সুষমসার উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ।
৭। পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসল উৎপাদন, এবং সেচ কার্যে ভূ-উপরিস্থ পানির দক্ষ ব্যবহারে কৃষকদের উৎসাহিতকরণ।
৮। কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ।
৯। সেচ এলাকা বৃদ্ধি এবং পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ব্যবহারে কৃষকদেরকে উৎসাহিতকরণ।
১০। সুষমমাত্রায় সার ও অন্যান্য কৃষি উপকরণের দক্ষ ব্যবহারে কৃষকদেরকে উৎসাহিতকরণ/পরামর্শ প্রদান।
১১। দূর্যোগ প্রবন এলাকায় ঘাত সহিষ্ণু জাত ও চাহিদাভিত্তিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণ।
১২। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলের ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে কৃষি পুনর্বাসন এবং উৎপাদনে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রনোদনা সহায়তা প্রদান।
১৩। শস্য বিন্যাসে ডাল, তেল ও সবজী জাতীয় ফসল অর্ন্তভূক্তির মাধ্যমে ফসলের বহুমূখীতা ও নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ।
১৪। আউশ, আমন ও বোরো ধান ক্ষেতে ১০০% পার্চিং নিশ্চিতকরণ।
১৫। কৃষি ঋণ প্রাপ্তিতে কৃষককে সহায়তা প্রদান।
১৬। কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় সাধন।
১৭। জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদনের নিমিত্ত নতুন বীজের মাঠ মুল্যায়নে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে সহায়তা প্রদান।
১৮। বিভিন্ন ফসলের বীজ উৎপাদনের নিমিত্ত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারনে এবং উৎপাদিত বীজ বিতরণে বিএডিসিকে সহায়তা প্রদান।
১৯। খাদ্যশস্য সংগ্রহের নিমিত্ত মূল্য নির্ধারণে বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন খরচ নিরুপণ করে মন্ত্রণালয়কে সহায়তা প্রদান।

৪. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরাধীন উপজেলায় চলমান প্রকল্প ও কর্মসূচীর তথ্যসমূহ

ক্রঃ নং	২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যমাত্রা				নির্ধারিত লক্ষমাত্রার বিপরীতে অর্জনসমূহ
	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্পের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য	প্রধান প্রধান কার্যক্রম সমূহ	
১	রাজস্ব খাতের অর্থায়ণে প্রযুক্তি প্রবর্তণ ও সম্প্রসারণ প্রকল্প	২০২০-২১	১। নতুন জাত সম্প্রসারণ ২। নতুন ফসল সম্প্রসারণ ৩। নতুন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ৪। বহু ফসলী জমিতে রুপান্তর	১ বিঘার প্রদর্শনী স্থাপনঃ ১। ধান-৩০ টি ২। গম-১০ টি ৩। ভূট্টা-২০টি ৪। সরিষা- ৩০টি ৫। সূর্যমূখী-৬০টি	১ বিঘার প্রদর্শনী স্থাপনঃ ১। ধান-৩০ টি ২। গম-১০ টি ৩। ভূট্টা-২০টি ৪। সরিষা- ৩০টি ৫। সূর্যমূখী-৬০টি
২	আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষক পর্যায় উন্নতমানের ধান, গম ও পাটবীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প	২০২০-২১	১। নতুন জাতের বীজ উৎপাদন ২। এলাকার বীজের চাহিদা পূরণ ৩। বীজ উৎপাদান ও সংরক্ষণের প্রযুক্তি সম্প্রসারণ	৫ একরের বোরো প্রদর্শনী-৫টি ৪ একরের আউশ প্রদর্শনী-৫টি ৫ একরের আমন প্রদর্শনী-৮টি	৫ একরের বোরো প্রদর্শনী-৫টি ৪ একরের আউশ প্রদর্শনী-৫টি ৫ একরের আমন প্রদর্শনী-৮টি
৩	কৃষক পর্যায় উন্নতমানের ডাল, তেল ও মশলাবীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প	২০২০-২১	১। ডাল, তেল ও মশলাবীজ উৎপাদন করা ২। সংশ্লিষ্ট এলাকার ডাল, তেল ও মশলাবীজের চাহিদা পূরণ	১ একরের সরিষা প্রদর্শনী -১১টি	১ একরের সরিষা প্রদর্শনী -১১টি

৪।	ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম ফেজ-২	২০২০-২১	১। নতুন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও কৃষক সংগঠন তৈরী ২। ফিয়াকের মাধ্যমে কৃষককে পরামর্শ প্রদান	১। কমিউনিটি বীজ উৎপাদন-৮টি ২। ওয়াইজিয়াম -৩টি ৩। সেক্স ফেরোম্যান -১টি ৪। উচ্চ মূল্য -২টি ৫। হাওরের জন্য উচ্চমূল্য -২টি ৬। ভার্মি কম্পোষ্ট -২টি ৭। ট্রাইকো কম্পোষ্ট -২টি	১।কমিউনিটি বীজ উৎপাদন-৮টি ২। ওয়াইজিয়াম -৩টি ৩। সেক্স ফেরোম্যান -১টি ৪। উচ্চ মূল্য -২টি ৫। হাওরের জন্য উচ্চমূল্য -২টি ৬। ভার্মি কম্পোষ্ট -২টি ৭। ট্রাইকো কম্পোষ্ট -২টি
৫	পরিবেশ বান্ধব কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প	২০২০-২১	বিষমুক্ত ফসল উৎপাদন	নিরাপদ সব্জী উৎপাদন র্শনীপ্রদর্শনী স্থাপন, নিরাপদ সব্জী ও ফল গ্রাম স্থাপন এবং নিরাপদ ফসলের বাজার সৃষ্টি	নিরাপদ সব্জী উৎপাদন প্রদর্শনী স্থাপন, নিরাপদ সব্জী ও ফল গ্রাম স্থাপন এবং নিরাপদ ফসলের বাজার সৃষ্টি করা হয়।
৬	লেবু জাতীয় ফসলের সম্প্রসারণ, ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প	২০২০-২১	লেবু জাতীয় ফলের আবাদ বৃদ্ধিকরণ	লেবু, মাল্টা, কমলা, সাতকরা ইত্যাদির বাগান সৃজন ১২০টি	লেবু, মাল্টা, কমলা, সাতকরা ইত্যাদির বাগান সৃজন ১২০টি

৫. বিশেষ কার্যক্রমঃ

ক্রঃ নং	২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যমাত্রা				নির্ধারিত লক্ষমাত্রার বিপরীতে অর্জনসমূহ
	কর্মসূচীর নাম	সময়কাল	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	লক্ষ্যমাত্রা	
১	পারিবারিক সব্জী-পুষ্ঠি বাগান	২০২০-২১	১। পবিারের সব্জী-পুষ্ঠি চাহিদা পূরণ	১ শতকের পারিবারিক সব্জী-পুষ্ঠি বাগান প্রদর্শনী স্থাপন- ২৮৮ টি- (১৫ জাতের বীজ বিতরণ)	১ শতকের পারিবারিক সব্জী-পুষ্ঠি বাগান প্রদর্শনী স্থাপন- ২৮৮ টি- (১৫ জাতের বীজ বিতরণ)
২	কৃষি পূনর্বাসন কর্মসূচী	২০২০-২১	১। কোভিড-১৯ কালে ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে বিনামূল্যে উপকরণ বিতরণ	১। গম ১৭০ জন ২। সরিষা ৩৩০ জন ৩। সূর্যমূখী ২০০ জন ৪। চিনাবাদাম, ২৫ জন ৫। মশুর, ৫০ জন ৬। খেসারী, ৬০ জন ৭। টমেটো ১২০ জন ৮। মরিচ ১১০ জন **মোট ১০৬৫ জন**	১। গম ১৭০ জন ২। সরিষা ৩৩০ জন ৩। সূর্যমূখী ২০০ জন ৪। চিনাবাদাম, ২৫ জন ৫। মশুর, ৫০ জন ৬। খেসারী, ৬০ জন ৭। টমেটো ১২০ জন ৮। মরিচ ১১০ জন **মোট ১০৬৫ জন**
৩	রবি ফসল প্রণোদনা কর্মসূচী	২০২০-২১	১। নতুন জাত ও ফসল আবাদে কৃষকদেরকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিনামূল্যে সারও বীজ বিতরণ করা	১। বোরো, ২১০ জন ২। ভূট্টা ৪০ জন ২। গম ১৫ জন, ৩। সরিষা, ৮০ জন ৪। সূর্যমূখী, ১৬০ জন ৫। চিনাবাদাম ৫ জন ৬। গ্রীষ্মকালীন মূগ ৫ জন ------------------ মোট ৫১৫ জন	১। বোরো, ২১০ জন ২। ভূট্টা ৪০ জন ২। গম ১৫ জন, ৩। সরিষা, ৮০ জন ৪। সূর্যমূখী, ১৬০ জন ৫। চিনাবাদাম ৫ জন ৬। গ্রীষ্মকালীন মূগ ৫ জন ------------------ মোট ৫১৫ জন

৪।	বোরো হাইব্রিড বীজ সহায়তা কর্মসূচী	২০২০-২১	উচ্চফলনশীল জাত সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ	২১৪০ জন কৃষকের মধ্যে বিনামূল্যে ৪২৮০ কেজি হাইব্রিড বোরো ধান বীজ বিতরণ	২১৪০ জন কৃষকের মধ্যে বিনামূল্যে ৪২৮০ কেজি হাইব্রিড বোরো ধান বীজ বিতরণ
৫।	আউশ প্রণোদনা কর্মসূচী	২০২০-২১	নতুন জাতের বীজ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ	১০০০ জন কৃষকের মধ্যে সার ও বীজ বিতরণ	১০০০ জন কৃষকের মধ্যে সার ও বীজ বিতরণ করা হয়।
৬।	আমন প্রণোদনা কর্মসূচী	২০২০-২১	নতুন জাতের বীজ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ	১৮০ জন কৃষকের মধ্যে সার ও বী জ বিতরণ	১৮০ জন কৃষকের মধ্যে সার ও বীজ বিতরণ করা হয়।
৭।	আউশ বীজ প্রণোদনা কর্মসূচী	২০২০-২১	নতুন জাতের বীজ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিনামূল্যে বীজ বিতরণ	২৪৫জন কৃষকের মধ্যে ১৯৫০ কেজি বীজ বিতরণ	২৪৫ জন কৃষকের মধ্যে ১৯৫০ কেজি বীজ বিতরণ করা হয়।
৮।	বিনামূল্যে সব্জী বীজ বিতরণ কর্মসূচী	২০২০-২১	উন্নতমানের সব্জী বীজ বিতরণ	৬৫০ জন কৃষকের মধ্যে উন্নতমানের সব্জী বীজ বিতরণ	৬৫০ জন কৃষকের মধ্যে উন্নতমানের সব্জী বীজ বিতরণ করা হয়।
৯।	ভর্তুকী মূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ কর্মসূচী	২০২০-২১	কৃষি যান্ত্রিকীকর ণ-এর লক্ষ্যে	৭০% ভর্তুকী মূল্যে কৃষকদের মধ্যে কম্বাইন্ড হারভেষ্টার বিতরণ	৭০% ভর্তুকী মূল্যে কৃষকদের মধ্যে ৩ টি কম্বাইন্ড হারভেষ্টার বিতরণ করা হয়।

৬. অন্যান্য কার্যক্রমঃ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	ফসলের নাম	মাঠ দিবস অনুষ্ঠানের সংখ্যা	উপস্থিত কৃষক সংখ্যা	মন্তব্য
১।	রাজস্ব খাতের অর্থায়নে	বোরো ধান	৩ টি	২৫০ জন	
২।		গম	১ টি	৭০ জন	
৩।		ভূট্টা	২ টি	১৫৮ জন	
৪।		সরিষা	৩ টি	২৪০ জন	
৫।		সূর্যমূখী	৬ টি	৩৮০ জন	
৬।	কৃষক পর্যায় উন্নতমানের ডাল, তেল ও মশলাবীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প	সরিষা	১১ টি	৭৫০ জন	

৭. ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা (আগামী ৩ বছর) ঃ

মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সার ব্যবস্থাপনা/পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি সম্প্রসারণ/জলবায়ুগত পরিবর্তনের কারণে সম্ভাব্য দুর্যোগ প্রবণ এলাকার উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, সেচ কার্যে ভূ-উপরিস্থ ও বৃষ্টির পানির দক্ষ ব্যবহার/চাষী পর্যায়ে উন্নত মানের বীজ উৎপাদন ,সংরক্ষন ও বিতরণ/মানসম্মত ও রফতানীযোগ্য ফল/সবজী চাষ এলাকা ফসলের বহুমুখীতা এবং নিবিড়তা বৃদ্ধি, নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন/সম্প্রসারণ কর্মীর প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়ন/কৃষক/কৃষানীদের প্রযুক্তিগত জ্ঞান বৃদ্ধিকরণ,দ্রুত প্রযুক্তি বিস্তারের ই-কৃষি ব্যবহার বৃদ্ধি/খামার যান্ত্রিকীকরণ শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

৮. **২০২০-২০২১অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জন সমুহঃ**

- সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদার করণের মাধ্যমে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে মোট খাদ্য শস্যের উৎপাদন (চাল+গম+ভূট্টা) ৮৩০৩৫০ মে.টন।
- আউশ আবাদের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে প্রায়-৩৭৫ হেঃ বৃদ্ধি।
- আমন আবাদের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে প্রায়-২০০০ হেঃ বৃদ্ধি।
- বোরো আবাদের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে প্রায়-১৯০০ হেঃ বৃদ্ধি।
- আধুনিক জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ৫০৫টি প্রদর্শনী স্থাপন।
- আধুনিক প্রযুক্তির উপর ৩০০ জন কৃষি কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- লাগসই আধুনিক প্রযুক্তির উপর ১৪২৫০ জন কৃষক/কৃষানীকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- গম,ভূট্টা,মাসকালাই,সরিষা,চিনাবাদাম,ফরাসের আবাদ যথাক্রমে ৫০হেঃ,৫০হেঃ,১০হেঃ,২০০হেঃ,০৫হেঃ,২০০হেঃ আবাদ বৃদ্ধি করা।
- কৃষক পর্যায়ে ইউরিয়া ও নন ইউরিয়া সারের সুষম ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ এবং ফসল আবাদে ৩০% জমিতে গুটি ইউরিয়া ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।
- জমিতে জৈব সার প্রয়োগে উৎসাহিত করনে ৫২০০-জন কৃষককে প্রশিক্ষন প্রদান এবং কৃষকের বসত ভিটায় ৮০২৫ টি কম্পোষ্ট সারের স্তুপ স্থাপন।

৩। উপজেলা মৎস অফিস

১. রূপকল্প (Vision)

মৎস্যজাত উৎস হতে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, দারিদ্র্য বিমোচন ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি।

২. অভিলক্ষ্য (Mission)

মৎস্য ও চিংড়িসহ অন্যান্য জলজসম্পদের স্থায়িত্বশীল উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি এবং অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে উন্মুক্ত জলাশয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এক্ষেত্র হতে প্রাপ্ত সুফলের মাধ্যমে দরিদ্র মৎস্যজীবী ও মৎস্যচাষি, তথা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সাধন।

৩. কার্যাবলি (Functions)

১. বিল নার্সারি স্থাপন;
২. জলাশয়ে পোনা মাছ অবমুক্তকরণ;
৩. জলাশয়ভিত্তিক মৎস্যজীবীদের সংগঠিত করা ও পরিচালনা;
৪. মৎস্যজীবী/সুফলভোগীদের জলাশয় ব্যবস্থাপনা/ আইন প্রতিপালন বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি /উদ্বুদ্ধকরণ;
৫. মাছের অভয়াশ্রম স্থাপন/রক্ষণাবেক্ষণ;
৬. মৎস্য খামার যান্ত্রিকীকরণ ও মৎস্য সাপ্লাই চেইন উন্নয়ন
৭. মৎস্যখাদ্য সংক্রান্ত লাইসেন্স প্রদান ও মৎস্য খাদ্য পরীক্ষা;
৮. মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান;
৯. হ্যাচারি/মৎস্যবীজ খামারে মানসম্পন্ন মাছের রেণু উৎপাদন;
১০. বছর ব্যাপী বিশেষ মৎস্য সেবা প্রদান;
১১. উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন সম্পর্কিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
১২. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান;
১৩. মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ সংশ্লিষ্টসহ অন্যান্য সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
১৪. মৎস্য বিষয়ক কারিগরি শিক্ষা বাস্তবায়ন; এবং
১৫. মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

৪। ২০২০-২১ অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রমসমূহ:

উপজেলার নাম		বিয়ানীবাজার		
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	ক্রমপুঞ্জিত
প্রদর্শনী খামার স্থাপন (হেক্টর)	১	০.৮০	-	০.৮০
মৎস্য আবাস্থল উন্নয়ন (হেক্টর)	২	০.২০	-	০.২০
বিল নার্সারি স্থাপন (হেক্টর)	৩	০.২০	-	০.২০
উনমুক্ত জলাশয়ে পোনা মাছ অবমুক্তকরণ (মে. টন)	৪	০.৪০	-	০.৪০
মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী ও উদ্যাক্তাদের পরামর্শ প্রদান এবং মৎস্য খামার পরিদর্শন (জন)	৫	১৭০	-	১৭০
মৎস্য হ্যাচারি নিবন্ধন ও নবায়ন (টি)	৬	লক্ষমাত্রা নাই	-	-
মৎস্য খাদ্য মান পরীক্ষণ (টি)	৭	লক্ষমাত্রা নাই	-	-
মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা (টি)	৮	লক্ষমাত্রা নাই	-	-
মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে আইন বাস্তবায়ন (টি)	৯	৮৫	-	৮৫
জলবায়ু সহনশীল মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (টি)	১০	লক্ষমাত্রা নাই	-	-
মৎস্য আবাস্থল উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় জড়িত সুফলভোগীর সংখ্যা (জন)	১১	১০০	-	১০০
মৎস্যজীবীদর বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি	১২	লক্ষমাত্রা নাই	-	-
মৎস্যচাষি/মৎস্যজীবী ও অন্যান্য সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান (জন)	১৩	১৮০	-	১৮০
রোগ প্রতিরাধ ও নিয়ন্ত্রনে পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান (টি)	১৪	২০	-	২০
এসপিএফ (SPF) চিংড়ি পোনা উৎপাদন/সরবরাহ	১৫	লক্ষমাত্রা নাই	-	-
পাইলোটিং ভাবে সী-ইউড চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ	১৬	লক্ষমাত্রা নাই	-	-
বছর ব্যাপী বিশেষ মৎস্য সেবা প্রদান	১৭	০৭	-	০৭

৫. লক্ষমাত্রার বিপরীতে অর্জনসমূহ (চিত্র সহকারে)

কর্মসম্পাদন সূচক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	প্রমাণক (চিত্র)		মন্তব্য
			চিত্র-১	চিত্র-২	
১	২	৩	৪	৫	৬
১. স্থাপিত প্রদর্শনী খামার (হেক্টর)	.৮০	.৮০			
২. মৎস্য আবাস্থল উন্নয়ন (হেক্টর)	০.৫	০.৫			
৩. বিল নার্সারি স্থাপন (হেক্টর)	০.৫	০.৫			
৪. উনমুক্ত জলাশয়ে পোনা মাছ অবমুক্তকরণ (মে. টন)	০.৪০	০.৪০			

৫. মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী ও উদ্যাক্তাদের পরামর্শ প্রদান এবং মৎস্য খামার পরিদর্শন (জন)	১৮০	১৮০		
৬. মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে আইন বাস্তবায়ন (টি)	১৮	১৮		
৭. রোগ প্রতিরাধ ও নিয়ন্ত্রনে পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান (টি)	৫	৫		
৮. বছর ব্যাপী বিশেষ মৎস্য সেবা প্রদান	৭	৭		

৬. ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে উন্নীতকরণ এবং এসডিজি-এ উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০২১-২০২৫) মৎস্য সেক্টরে অর্জিতব্য প্রধান লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে:

- চাষকৃত মাছের উৎপাদন ২০১৯-২০ সালের (২৫.৮৩ লক্ষ মে.টন) তুলনায় ১২.৫০ শতাংশ এবং মোট মাছের উৎপাদন ১১ শতাংশ বৃদ্ধি করা;
- দৈনিক মাথাপিছু মাছ গ্রহণের পরিমাণ ৬৪ গ্রাম নিশ্চিত করা;
- হিমায়িত চিংড়ি, মাছ ও ভ্যালু অ্যাডেড মৎস্যপণ্য রপ্তানি ১.০০ লক্ষ মে. টনে উন্নীতকরণ;
- বেকার যুবক ও যুবমহিলাদের জন্য অধিকতর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও মৎস্যচাষে ২০-২৫ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;
- মৎস্যচাষি/মৎস্যজীবীদের আয় ৩০ শতাংশ বৃদ্ধিকরণ;
- আন্তর্জাতিক বাজারে মাছ ও চিংড়ি সরবরাহের প্রতিটি ধাপে উত্তম চাষ ব্যবস্থাপনা ও সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

৪। উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

১.১ রূপকল্প (Vision): সকলের জন্য পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও মানসম্মত প্রাণিজ আমিষ সরবরাহকরণ।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission): প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং মূল্য সংযোজনের (Value addition) মাধ্যমে প্রাণীজ আমিষের চাহিদা পূরণ।

১.৩. উদ্দেশ্যসমূহ:

১.৩.১ অধিদপ্তরের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. গবাদিপশু-পাখির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।
২. গবাদিপশু-পাখির রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রন।
৩. মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।
৪. প্রাণিজাত পন্য উৎপাদন, আমদানী ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা।
৫. গবাদিপশু-পাখির জেনেটিক রিসোর্স সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

১.৩.২. আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন।
২. কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন।
৩. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।
৪. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন।
৫. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন

১.৪ কার্যাবলি (Functions)

১. দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি
২. গবাদিপশু-পাখি ও পোষা প্রাণীর চিকিৎসা প্রদান
৩. টিকা প্রদান, ডিজিজ সার্ভিলেন্স, নমুনা পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ ও ফ্রি ভেটেরিনারি ক্যাম্প পরিচালনার মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ
৪. জাত উন্নয়নে কৃত্রিম প্রজনন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ এবং সংকর জাতের বাছুরের তথ্য সংগ্রহ
৫. গবাদিপশুর পুষ্টি উন্নয়নে স্থায়ী ঘাস চাষ সম্প্রসারণ
৬. প্রাণিসম্পদের সম্প্রসারণ ও খামার ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে উঠান বৈঠক আয়োজন ও প্রশিক্ষণ প্রদা
৭. মাংস প্রক্রিয়াজাতকারী প্রশিক্ষণ, খামার/ফিডমিল/হ্যাচারি পরিদর্শন, বাণিজ্যিক খামার রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন এবং মোবাইল কোর্ট বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানসম্মত প্রাণীজ আমিষ উৎপাদন

২০২০-২১ অর্থ বছরের কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যমাত্রা:

ক্র. নং	কার্যক্রমের নাম	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা
০১	০২	০৩
০১	সরকারিভাবে কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ (সংখ্যা)	
	ক. তরল সিমেন দ্বারা	--
	খ. হিমায়িত সিমেন দ্বারা	১১০০
০২	সংকর জাতের বাছুরের তথ্য সংগ্রহ	৪৫০
০৩	সরকারিভাবে টিকাপ্রদান সম্প্রসারণ	
	ক. গবাদিপশু (সংখ্যা)	৩২০০০
	খ. হাঁস-মুরগী (সংখ্যা)	১৮০০০০
০৪	গবাদি পশুর চিকিৎসাপ্রদান (সংখ্যা)	২০০০০
০৫	হাঁস-মুরগির চিকিৎসাপ্রদান (সংখ্যা)	৯৬০০০
০৬	পোষাপ্রাণীর চিকিৎসাপ্রদান (সংখ্যা)	১৮
০৭	গবাদিপশু পাখির রোগ অনুসন্ধানে নমুনা সংগ্রহ ও গবেষনাগারে প্রেরণ (সংখ্যা)	৭৭
০৮	গবাদিপশু-পাখির ডিজিজ সার্ভিলেন্স (সংখ্যা)	১৩
০৯	ফ্রি ভেটেরিনারী মেডিকেল ক্যাম্প স্থাপন (সংখ্যা)	০৬
১০	খামারি প্রশিক্ষণ প্রদান (সংখ্যা)	৩৫৪
১১	মাংস প্রক্রিয়াজাতকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান (সংখ্যা)	৩০
১২	(ক) উঠান বৈঠকের আয়োজন (সংখ্যা)	৭০
	(খ) উঠান বৈঠকে অংশগ্রহণকারী (সংখ্যা)	৭৫০
১৩	স্থায়ী ঘাসচাষ সম্প্রসারণ (একর)	১২
১৪	খামার/ফিডমিল/হ্যাচারি পরিদর্শন (সংখ্যা)	১০০
১৫	ক) গবাদিপশুর খামার রেজিষ্ট্রেশন ও নবায়ন (সংখ্যা)	০৫
	খ) পোল্ট্রি খামার রেজিষ্ট্রেশন ও নবায়ন (সংখ্যা)	০৩
১৬	মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা (সংখ্যা)	০২
১৭	দুধ উৎপাদন (লক্ষ মেঃ টন)	০.১৭৮২
১৮	মাংস উৎপাদন (লক্ষ মেঃ টন)	০.১৪৮৫
১৯	ডিম উৎপাদন (কোটি)	৩.৬

নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জনসমূহ (সচিত্র ও বর্ণানামূলক)

বাংলাদেশ এলডিসি পর্যায়ে উত্তরনের প্রেক্ষাপটে এবং ক্রমবর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার প্রাণীজ আমিষের (দুধ, ডিম ও মাংস) চাহিদা মেটাতে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে বিদ্যমান প্রাণিসম্পদের সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ ও জাত উন্নয়ন ক্ষেত্রে বিয়ানীবাজার উপজেলায় অভাবনীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

- 2020-21 অর্থবছরে গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে যথাক্রমে ১১৪৩ প্রজননক্ষম গাভী/বকনাকে কৃত্রিম প্রজননের আওতায় আনা হয়েছে। উৎপাদিত সংকর জাতের বাছুরের সংখ্যা যথাক্রমে ৪৪৫ টি।

চিত্র: কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম

চিত্র: উৎপাদিত সংকর জাতের বাছুর

- বিদ্যমান প্রাণিসম্পদের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে যথাক্রমে ১৮৭৪০০ মাত্রা গবাদিপশু-পাখিকে টিকা প্রদান করা হয়েছে এবং যথাক্রমে ১১৬০০০ গবাদিপশু-পাখিকে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে।
- খামারির সক্ষমতা বৃদ্ধি, খামার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও খামার সম্প্রসারণে যথাক্রমে ৩৬০ জন খামারিকে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ যথাক্রমে ৭০টি উঠান বৈঠক পরিচালনা করা হয়েছে।

নিরাপদ ও মানসম্মত প্রাণীজ আমিষ উৎপাদনে যথাক্রমে ১০০টি খামার/ফিডমিল/হ্যাচারি পরিদর্শন ও ৩০ জন মাংস প্রক্রিয়াজাতকারী (কসাই) প্রশিক্ষণ এবং ১টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে।

চিত্র: খামার পরিদর্শন

চিত্র: মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

অন্যান্য কার্যক্রম:

২০২০-২১ অর্থবছরে আধুনিক প্রযুক্তিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রকল্পের আওতায় ০৩(তিন) দিন ব্যাপী ২৫ জন খামারীদের প্রশিক্ষণ ও ৭৫ জন নির্বাচিত সুফলভোগীদের মাঝে কৃমিনাশক ও ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স বিতরণ করা হয়।

- ২০২০-২১ অর্থবছরে এনএটিপি-২ এর আওতায় ১১জন গাভীপালন, ১১ জন মুরগীপালন ও ৮ জন গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ খামারীকে প্রদর্শণী প্রদান করা হয়। ৩০টি সিআইজি গ্রামে দুই দফায় ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পেইন ও ৩০টি মাঠ দিবস কার্যক্রম, ১৯টি সিআইজি গ্রামে ডিওয়ার্মিং ক্যাম্পেইন, ১১টি সিআইজি গ্রামে ইনফার্টিলিটি ক্যাম্পেইন কার্যক্রম, ৫টি সিআইজি গ্রামে সিআইজি ও নন-সিআইজি সমাবেশ পরিচালনা করা হয়।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় ২জন সিজিএফ ও ১ জন বাককীপারকে ছাগলের ঘর (মাঁচাসহ) ও অন্যান্য ছাগল পালনকারী সাধারণ খামারীদের মাঝে ছাগলের খাদ্য উপকরণ ও গোট কিড মিল্ক রিপ্লেসার এবং কৃমিনাশক, ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স বিতরণ করা হয়। সিজিএফ গ্রামে ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পেইন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
- এলডিডিপি এর আওতায় CERIP বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে জরুরি কর্মপরিকল্পনা (Emergency Action Plan) এর আওতায় উপজেলার ১০৭৪ জন খামারীকে বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে নগদ আর্থিক প্রনোদনা প্রদান এবং ৩০৯ জন খামারীর মাঝে কৃমিনাশক ও ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স বিতরণ করা হয়।
- করোনাকালীন পরিস্থিতিতে সকলের জন্য পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও মানসম্মত প্রাণিজ আমিষ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ভ্রাম্যমাণ দুধ, ডিম, মাংস বিক্রয়কেন্দ্র চালু করা হয়।
- এলডিডিপি এর আওতায় প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি, দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার সৃষ্টি, বিজ্ঞান-ভিত্তিক লালন পালন কৌশল অবহিতকরণ, উন্নত জাতের পশু-পাখি পালনে আধুনিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পরামর্শ প্রদান ইত্যাদি লক্ষ্যকে সামনের রেখে দিনব্যাপী প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী-২০২১ অনুষ্ঠিত হয়।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা (আগামী ৩ বছর):

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বাজার ব্যবস্থার সংযোগ জোরদারকরণ, পণ্যের বহুমূখীকরণ, নিরাপদ ও মানসম্মত উৎপাদন ব্যবস্থার প্রচলন করা হবে। গবাদিপশু-পাখির রোগ নিয়ন্ত্রণ, নজরদারি, চিকিৎসা সেবার মান উন্নয়ন এবং রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার আধুনিকীকরণ করা হবে। দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃত্রিম প্রজনন প্রযুক্তির সম্প্রসারণ অব্যাহত রাখা হবে। প্রাণিপুষ্টি উন্নয়নে উন্নত জাতের ঘাস চাষ সম্প্রসারণ, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রযুক্তির প্রসার, টিএমআর প্রযুক্তির প্রচলন, ঘাসের বাজার সম্প্রসারণ ও পশুখাদ্যের মান নিশ্চিতকরণে নমুণা পরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা হবে। খামারির সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ ও উঠান বৈঠক কার্যক্রম জোরদারসহ প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত আইন, বিধি ও নীতিমালার অনুসরণে মোবাইল কোর্টের আওতা বৃদ্ধি করা হবে।

২০২১ - ২০২২ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

* গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে ১১০০ টি প্রজননক্ষম গাভী/বকনাকে কৃত্রিম প্রজননের আওতায় আনয়ন এবং ৪৫০ টি সংকর জাতের অধিক উৎপাদনশীল বাছুর উৎপাদন করা

* গবাদিপশু-পাখির রোগ প্রতিরোধে ২.৩৫ লক্ষ মাত্রা টিকা প্রয়োগের মাধ্যমে ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রমের সম্প্রসারণ ঘটানো হবে ও নজরদারি ব্যবস্থা জোরদারে ১২ টি ডিজিজ সার্ভিলেন্স পরিচালনা করা হবে। রোগ প্রতিকারে ০.২০ লক্ষ গবাদিপশু ও ১.০ লক্ষ পোল্ট্রিকে উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

* খামারির সক্ষমতা বৃদ্ধি, খামার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও খামার সম্প্রসারণে ৩৫৪ খামারিকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও ৬০ টি উঠান বৈঠক পরিচালনা করা হবে।

* নিরাপদ ও মানসম্মত প্রাণীজ আমিষ উৎপাদনে ৯০ টি খামার/ফিডমিল/হ্যাচারি পরিদর্শন, ৩০ জন মাংস প্রক্রিয়াজাতকারী (কসাই) প্রশিক্ষণ এবং ১ টি মোবাইল কোর্ট বাস্তবায়ন করা হবে।